CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 December 2021 ■ আগরতলা ২১ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ৫ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

সৌহার্দ্যের হাত দু'দেশের জওয়ানদের

আখাউড়া আইসিপিতে বিএসএফের তরফ থেকে বিজিবি-কে প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

ভোট ডাকাতি রুখতে পরিচয়পত্রে জুড়তে হবে আধার, সংসদে বিল পেশ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স)।। আধার কার্ড আর ভোটার কার্ডের সংযুক্তিকরণ হবে। সেইসঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আর কিছু বদলের প্রস্তাব নিয়ে সোমবার লোকসভায় পেশ করা হল নির্বাচন সংশোধনী বিল-২০২১। এদিন বিরোধীদের প্রবল হট্টগোলের মধ্যেই এই বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এই সংযুক্তিকরনের অর্থ হল ভোটদানের সময়ে ভোটার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়। আধার হলেও হবে।

শুধু আধার-ভোটার কার্ড সংযুক্তিরকণই নয় এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ বৃদ্ধি সহ একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে পেশ করা খসড়া বিলে। বিলের খসড়ায় বলা হয়েছে যে, ভোটার তালিকায় একই নামের পুণরাবৃত্তি ও ভুয়ো ভোট রুখতে ভোটার পরিচয়পত্রের সঙ্গে আধার কার্ড যুক্ত করা হবে। শুধু তাই নয়, ভোটার তালিকাকেও আধার কার্ডের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে বিলে। তবে আপাতত, এই সংযুক্তিকরণকে ঐচ্ছিক বলেই পেশ করা হচ্ছে।

এদিন কিরেন রিজিজু যখন সংসদে এই বিল পেশ করছেন তখন কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে-সহ একাধিক বিরোধী দলের সাংসদ ওয়েলে নেমে স্লোগান দিতে থাকেন। ডিএমকে সাংসদরা দাবি তোলেন, শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী যে ৫৫ জন তামিল মৎস্যজীবীকে আটক করে রেখেছে তাঁদের মুক্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। তৃণমূল সাংসদরা লখিমপুর খেরির ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্রর পদত্যাগের দাবিতে সরব হন। তবে তুমুল হট্টগোলের মধ্যেও এই বিল এদিন পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী।

এদিকে, সংসদের উভয়কক্ষে অচলাবস্থার জন্য বিরোধীদের দুষলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সোমবার ক্ষোভের সুরে পীযূষ গোয়েল বলেছেন, 'সংসদ ভালোভাবে চলুক, তা বিরোধীরাই চায় না। অশান্তি ও বিঘ্ন ঘটানোই তাঁদের মন্ত্র হয়ে উঠেছে।' কেন্দ্রের ডাকা বৈঠক বয়কটের জন্যও বিরোধীদের আক্রমণ গোয়েল। তিনি বলেছেন, 'রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়া ১২ জন সাংসদকে নিজেদের ভুল বুঝতে হবে এবং চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সরকারের ডাকা বৈঠকে সোমবার বিরোধী দলের নেতারা আসেননি।'

সোমবার সকাল দশটা নাগাদ সংসদের লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। যে সমস্ত দলের সাংসদদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, সেই কংগ্রেস, তৃণমূল, শিবসেনা বামেদের বৈঠকে ডাকা হয়। শুধুমাত্র ৪টি দলকে ডাকার প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ও বামেদের তরফে কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়। শুধুমাত্র ৪টি বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠকে ডাকার সিদ্ধান্তকে দুর্ভাগ্যজনক বলেন কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে।

সরকারের ডাকা বৈঠক বয়কট করায় বিরোধীদের বিঁধেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, 'আসলে মানুষই ওদের বয়কট করেছে।' তিনি বলেছেন, 'সমাধান খুঁজতে আমরা যে দলগুলির সাংসদদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, সেই দলগুলির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা বৈঠক বয়কট করছে। তাঁরা সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানও বয়কট করেছিল। তাঁদের বোঝা উচিত, মানুষও তাঁদের বয়কট করছে।'

মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়ানো নিয়ে বিতর্ক, চাপে কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স)।। মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২১ বছর করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি সপ্তাহেই লোকসভায় ওই নিয়ে বিল পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন বিরোধী দল ওই প্রস্তাবে আপত্তি জানায়। কয়েকজন সমাজকর্মীও মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধির বিরোধিতা করেন। এই পরিস্থিতিতে সম্ভবত কিছুটা পিছু হটতে চলেছে মোদী সরকার। মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়সের বিলটি সাংসদদের কোনও প্যানেল যদি খতিয়ে দেখে তাহলে সরকার আপত্তি করবে না। সোমবার সরকারি সূত্র থেকে এখবর জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, কোনও সিলেক্ট কমিটি এই বিলের বিভিন্ন ধারা খতিয়ে দেখতে পারে। বিরোধী দলগুলোর মনোভাব বুঝে সংসদে বিলটি পেশ করা হবে।

কংগ্রেস, সিপিএম, সমাজবাদী পার্টি, এআইএমআইএম এবং আরও কয়েকটি দল বিলটির বিরোধিতা করেছে। সরকার চেয়েছিল, সংসদের চলতি অধিবেশনেই বিলটি পাশ করিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু এখন তা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। শীতকালীন অধিবেশনের বাকি আছে আর মাত্র চারদিন। তার ওপরে রাজ্যসভার ১২ জন বিরোধী সাংসদদের ওপর থেকে অচলাবস্থা প্রত্যাহার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনিকে বরখাস্তের দাবিতে অচল হয়ে আছে সংসদের দুই কক্ষ।

কংগ্রেসের বক্তব্য, নতুন বিলটি 'সন্দেহজনক'। তাদের দাবি বিলটি কোনও স্ট্যান্ডিং কমিটি খতিয়ে দেখুক। সিপিএমের বক্তব্য, বিবাহের বয়স বাড়ানোর চেয়ে সরকার বরং মেয়েদের পুষ্টি ও শিক্ষার ওপরে জোর দিক। সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, "কোনও মেয়ের বয়স ১৮ বছর হলে সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে যদি তাকে নাবালিকা বলে ধরা হয়, তবে সেই আইন স্ববিরোধী।"

জনতা নয়, কোম্পানি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালিত হচ্ছেঃ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। জনতা নয়, কোম্পানি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। আজ সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসকে এভাবেই বিধলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তাঁর আবেদন, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হোক এবং ওই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য জনসমক্ষে উঠে আসুক। তবে, দেশবাসী পশ্চিমবঙ্গে পুর নির্বাচন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আজ সোমবার স্থানীয় বৈদ্যুতিন চ্যানেলের উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পুর নির্বাচনকে ঘিরে সন্ত্রাস ইস্যুতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কোন মন্তব্য করতে সম্মত হননি। বরং সে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বক্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরার আবেদন জানান। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে ওই রাজ্যের মানুষ যথেষ্ট অবগত রয়েছেন। তাঁদের মতামত উঠে আসুক, চাইছেন তিনি।

তাঁর দাবি, ২০১৮ সালের পর থেকে ত্রিপুরায় প্রত্যেক নির্বাচনে জনগণের রায় প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষ বিজেপির পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, নির্বাচনে জয় বিজেপির নয়, মানুষের জয় হয়েছে। অথচ, পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আলোচনা হলে আমরা সকলেই অবগত রয়েছি সরকার কিভাবে পরিচালিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আইটি সেক্টরের উন্নয়নে আরও ৫টি স্টার্ট আপ-কে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় আইটি সেক্টর ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। তাতে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ত্রিপুরায় আইটি সেক্টরের উন্নয়নে আরও ৫টি স্টার্ট আপ-কে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩০ অক্টোবর রাজ্যের যুবকদের আইটি/আইটিইএস ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা আইটি/আইটিইএস স্টার্ট আপ প্রকল্প চালু করেছে। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এনআইটি, টিআইটি, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ওয়েবিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। স্থানীয় উদ্যোগী ও ন্যাসকমকেও এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আজ তথ্য ও প্রযুক্তি অধিকর্তা এই সংবাদ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে ইলোগিট্রন, ফ্ল্যাফি, এন্টারটেইন, টকিং অনলাইন লার্নিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড এই ৪টি উদ্যোগকে পরিকাঠামোগত, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য যোগ্যতার শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। আরও ৫টি স্টার্ট আপ-কে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি জানান, স্টার্ট আপ ইকো-সিস্টেমের সাথে প্রকৌশলিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জুড়ে দিতে ত্রিপুরা সরকার 'নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক' চালু করেছে। এই প্রকল্পে ত্রিপুরা সরকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্র্যান্ট-ইন-এইড দেবে।

প্রসঙ্গত, 'নিউ এজ ইনকিউবেশন নেটওয়ার্ক' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং এনআইটি-আগরতলা, টিআইটি, টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা-ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১"-এর উপর প্রথম রোড শো অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ নভেম্বর মুম্বাই-এর ওয়ার্ল ট্রেড সেন্টারের সেন্ট্রাম হলে। ত্রিপুরায় বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে ক্ষতিয়ে দেখার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের রাজ্যে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ফের ত্রিপুরা সফরে আসছেন তৃনমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আগামী ২ জানুয়ারী দুই দিনের ত্রিপুরা সফরে আসছেন। ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রতিবাদ এবং আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের পাশে দাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচি নিয়ে ত্রিপুরায় আসছেন বলে আজ জানিয়েছেন তৃনমূলের রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ ১৫ দফা দাবিতে সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই সংবাদ দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় তৃনমূলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রাজীব ব্যানার্জি এবং অন্যান্য দলের নেতারা আইন ও শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মতো রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আজ আগরতলায় একটি রেলি সংগঠিত করেছেন। তৃনমূলের এক প্রতিনিধি দল ১৫ দফা দাবি নিয়ে সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন। এদিকে, আগামী ৫ জানুয়ারী তৃনমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় রাজভবন অভিযান করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এদিন তৃনমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ত্রিপুরা জুড়ে সাম্প্রতিক কয়েক দিনে কীভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে তা মানুষ দেখেছে। তাই, আমরা ১৫টি দাবি জানিয়ে এসডিএম-দের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করতে ত্রিপুরা সফর করবেন। তিনি বলেন, আগামী ২ জানুয়ারী দুই দিনের সফরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরায় আসছেন। এদিকে, ত্রিপুরায় তৃনমূলের স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিমনায় যুবক খুনের মামলায় আটক চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। সিধাই থানা এলাকার মেঘলীবন্দ চা-বাগানে যুবক হত্যার ঘটনায় জড়িত ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।যে তিন জনকে আটক করা হয়েছে তারা হল কার্তিক ওরাং,তার স্ত্রী অঞ্জলি ওরাং এবং পুত্র ব্রজেশ ওরাং।তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ মূল অভিযুক্ত কে গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে।জানা গেছে এই হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক কার্তিকের ছেলে চন্দন ওরাং।

ঘটনার পর থেকে সে পলাতক। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। নিহত যুবকের নাম অজিত ওরাং। নিহত যুবক একজন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক।তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে মৃতদেহটি একটি পরিত্যক্ত কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ পুলিশ তিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ডার গোলচক্করে বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়ি হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ৭ নং রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বর্ডার গোলচক্কর এলাকার২৫ নং বুথের শাসক দলের বুথ সভাপতির বাড়িতে গতকাল রাতে হামলা সংঘটিত করেছে দুষ্কৃতিকারীরা।ঘটনার বিবরণে জানা যায় রাত পৌনে একটা নাগাদ কতিপয় দুষ্কৃতিকারী শাসক দলের সভাপতির বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে। তাতে বোধ সভাপতি অজিত চৌহানের বাড়িঘর তছনছ করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।সোমবার এ ব্যাপারে আগরতলা পশ্চিম থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। জানা যায় রাতে অজিত চৌহান বাড়িতে ছিলেন না। আশঙ্কা করা হচ্ছে অজিত চৌহানকে প্রাণে মারার লক্ষ্যেই দুস্কৃতিকারীরা তার বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। ভাগ্যিস বাড়িতে না থাকায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে রাত একটা নাগাদ কয়েকজন দুর্বৃত্ত বাড়িতে ঢুকে ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেছে।

অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনকে পরিবারের লোকজন চিনতে পেরেছেন বলেও জানান। বিষয়টি পুলিশকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের মূল ফটকে পুড়ল চারটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই চারটি দোকান। ঘটনা রবিবার ভোর আনুমানিক তিনটে নাগাদ সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের মূল ফটকের সামনে।জানা যায় রবিবার গভীর রাতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের প্রকট শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে অভয়ারণ্যের নিরাপত্তারক্ষীরা দেখতে পায় আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে অভয়ারণ্যের মূল ফটকের সামনে থাকা দোকান গুলো। তড়িঘড়ি তারা খবর দেয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।

বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন সাটার ভেঙ্গে নেভাতে শুরু করে এবং খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।দোকান মালিক এবং সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের আধিকারিকরা জানায় অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে তিনটি দোকান এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি দোকান।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় প্রতি দোকান পিছু ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকার উপরে যা একত্রে যোগ করলে দাড়ায় প্রায় ২০ থেকে ২২ লক্ষ টাকা।ঠিক কোথায় থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজিবি দিবসের আনন্দ বিএসএফের সাথে ভাগ করে নিলেন বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ২২৬ বছরের গৌরবময় ইতিহাস বহন করে মুজিব বর্ষে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস পালন অত্যন্ত তাতর্য্যপূর্ণ বলে দাবি করেন বাহিনীর কুমিল্লা সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল আবুল হাসনাত মহম্মদ শাহরিয়ার ইকবাল। তাই, অন্যান্য বছরের ন্যায় আজকের দিনের আনন্দ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফের সাথে ভাগ করে নিয়েছে বিজিবি, বলেন তিনি। এদিকে, বিএসএফ ত্রিপুরার গকুলনগর সেক্টর কমান্ডার রাকেশ রঞ্জন লাল বিজিবি-কে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমরা সবসময় বাংলাদেশের পাশে রয়েছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

আজ আগরতলা-আখাউড়া সীমান্তে জিরো পয়েন্টে মিষ্টি এবং পুস্পস্তবক বিনিময়ের মাধ্যমে বিজিবি দিবস উদযাপিত হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজিবির বাহিনীর কুমিল্লা সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল আবুল হাসনাত মহম্মদ শাহরিয়ার ইকবাল বলেন, আজ বাহিনীর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। আজকের দিনটিকে আমরা বিজিবি দিবস হিসেবে পালন করছি।

তিনি বলেন, বিজিবির ২২৬ বছরের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। ১৭৭৫ সালে লোকাল রামগড় ব্যাটালিয়ন নামে এই বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ওই সময় এই বাহিনীতে জনবল ছিল মাত্র ৪৪৮ জন। ৪টি কামান আর ২টি অশ্বারোহি দলের সমন্বয়ে এই বাহিনী গঠন হয়েছিল। কালের পরিক্রমায় বাহিনীর নাম পরিবর্তন হয়েছে ১০ বার, পোষাক পরিবর্তন হয়েছে ৭ বার। তাঁর কথায়, সময়ের প্রয়োজনে এবং প্রয়োজনের দাবীতেই এই পরিবর্তনগুলো হয়েছে। তাঁর দাবি, বহু চড়াই উৎড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই বাহিনী এগিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অনলাইনে ফায়ার এনওসি প্রদান পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। দেশে আজ ইজ অব লিভিং ও ইজ অব ডুয়িং বিজনেস পরিচিতি পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে। রাজ্যের বর্তমান সরকারও সেই ভাবনাকে সামনে রেখে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছে। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাপনায় অনলাইনের মাধ্যমে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এন ও সি) প্রদান ইজ অব লিভিং ও ইজ অব ডুয়িং বিজনেসেরই অঙ্গ। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে অনলাইনে ফায়ার এনওসি প্রদান পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ রাজ্যের নাগরিক সহ বানিজ্যিক ক্ষেত্রে যুক্তদের যাবতীয় পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও ফায়ার এনওসি পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হতে হতো। যা সরকারি ক্ষেত্র সহ বেসরকারী ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রভাব পরত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দ্রততার সঙ্গে পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা এবং বিগত দিনের যুক্তদের হয়রানি লাঘব করার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে ফায়ার এন ও সি প্রদান করার এই পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ফায়ার এন ও সি'র জন্য অধিকাংশ আবেদন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থেকে আসে। তাই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় প্রথমে এই অনলাইনে ফায়ার এন ও সি প্রদানের পরিষেবা চালু করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সেলফ সার্টিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে অনলাইনে ফায়ার এন ও সি দেওয়া হবে। আবাসিক বিল্ডিং এর জন্য উচ্চতা ১৫ মিটার বা ১০০০ বর্গমিটার আয়তন এবং আবাসিক এলাকা ছাড়া বিল্ডিং-এর জন্য উচ্চতা ৮ মিটার এবং আয়তন ১০০ বর্গমিটার পর্যন্ত ক্ষেত্রেও সেলফ সার্টিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে অনলাইনে ফায়ার এন ও সি দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ক্ষেত্রে যদি আবেদনকারীর প্রদত্ত সেলফ সার্টিফিকেট মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে তা আইনের উপযুক্ত বিধান অনুসারে বিচারের আওতায় আনা হবে। তাই সেলফ সার্টিফিকেট দেওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা৭৬ ◘২১ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ◘ ০৫ পৌষ ◘ মঙ্গলবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিরোধী জোট অবান্তর

ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে বিকল্প জোটের পরিকল্পনা চলিয়াছে বহুদিন ধরিয়া। জোটের কান্ডারী কে হইবে ?কংগ্রেস, নাকি অন্য কেউ? সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধি নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? লোকসভা নির্বাচনের এখনও দুবছর বাকি। অথচ জাতীয় রাজনীতিতে এই প্রশ্নটি ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। এই প্রশ্নে ইতিমধ্যেই বিরোধী জোটে একটি সূক্ষ্ম ফাটল ধরিয়াছে। ভবিষ্যতে এই ফাটল আরও চওড়া হইবে কি না, সে বিষয়টি যত দিন গড়াইবে ততটাই পরিষ্কার হইবে। কিন্তু এটুকু পরিষ্কার যে, বিরোধী জোটের নেতৃত্ব কে দখলে রাখিবে, তাহা নিয়া দ্বন্দ্ব তাড়াতাড়ি মিটিবার সম্ভাবনা খুবই কম। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে অস্বীকার করিয়া একটি বিরোধী জোট গড়িয়া তুলিবার প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত। কংগ্রেসকে কার্যত বাদ দিয়াই একটি জোট তিনি গড়িয়া তুলিতে চান, এখনও পর্যন্ত তাঁহার প্রচেষ্টায় সেটাই স্পষ্ট। অন্যদিকে কংগ্রেসের ভিতরে শুধু নয়, কংগ্রেসের বাইরেও একটি মতামত স্পষ্ট যে, কংগ্রেসকে বাদ দিয়া বিরোধী জোট কোনওমতেই সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকিলেও শারদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি দল এবং উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা আলাদাভাবে জানাইয়াছে, কংগ্রেসকে বাদ দিয়া বিরোধী জোটের কল্পনা করা ঠিক হইবে না। এখন যত দিন যাইবে, তত দিন এই প্রশ্ন উঠিয়া আসিবে যে, ভারতের রাজনীতিতে বিজেপির মতো একটি শক্তির বিরোধিতায় কংগ্রেস কি সত্যিই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে, না, কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিকতা পূর্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে?

একথা মানিতেই হইবে, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির যথায়থ মোকাবিলায় এই মুহূর্তে সফলতম মুখটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রবল বিজেপি ঝড় সামলাইয়া যেভাবে তিনি নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা-কে পত্রপাঠ বিদায় করিয়াছেন- তারপর স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার আত্মবিশ্বাস অনেকখানিই বাড়িয়া গিয়াছে। জাতীয়স্তরেও তাঁহার এই সাফল্য এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া মমতা বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এমন একটি বিরোধী জোট গঠনের প্রক্রিয়ায় মন দিয়াছেন, যে জোটের নেতৃত্বের রাশটি তাঁহির হাতেই থাকিবে। এটি তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এটি মানিতেই হইবে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকাও অন্যায়ের কিছুই নয়। যে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে। আর বিধানসভা নির্বাচনের পরে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বের আসনে আসীন হইয়া বিরোধী জোটের নেতৃত্বের রাশ হাতে নেওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ভিতরে যদি দেখা যায়, সেটাও দোষের নয়। মমতা এটাও জানেন, এই বিরোধী জোটের নেতৃত্ব যদি তাঁহাকে হাতে নিতে হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসকে অস্বীকার তাঁহাকে করিতেই হইবে এবং সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে তিনি তৎপর।

মমতার হিসাবটি খুব সহজ। তিনি মনে করিতেছেন, বিরোধী জোটের নেতৃত্বে তিনি যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাহা হইলে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তাঁহার নামই উঠিয়া আসিবে।

একথা ঠিক, রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস বিরোধী জোটকে কোনও দিশা দেখাইতে পারেনি। রাহুলের নেতৃত্ব নিয়া কংগ্রেসের অন্দরেই প্রশ্ন রহিয়াছে। রাজনীতিতে রাহুল কতখানি আন্তরিক বা আদৌ আন্তরিক কি না সে সংশয়ও সকলের ভিতরই রহিয়াছে। একথাও ঠিক, রাহুলের নেতৃত্বের এই ব্যর্থতাই বিজেপিকে দিল্লির ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিতে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে এবং রাহুল নেতৃত্বে আছেন বলিয়াই কংগ্রেস সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলিয়া মমতা বিকল্প বিরোধী জোট গঠনের আহ্বান জানানোর সুযোগটি পাইয়াছেন।

এসব সত্য হইলেও এটা কখনোই বলা যাইবে না, ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয় কংগ্রেস এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন, হাজার দুর্বলতা সত্ত্বেও যাহার শিকড় কমবেশি এখনও দেশের প্রতিটি অঞ্চলে প্রোথিত। যা কোনও আঞ্চলিক দলের নাই। অতএব বিজেপি বিরোধী জোট শক্তিশালী করিতে হইবে কংগ্রেস কে বাদ দিয়া জোট গঠন করিবার প্রয়াস কার্যত সফল হইবে না।

কৃষকদের আন্দোলনের জেরে ব্যাহত রেল চলাচল

জয়পুর, ২০ ডিসেম্বর (হি.স) : উত্তর রেলের ফিরোজপুর ডিভিশনে কৃষকদের আন্দোলনের জেরে ব্যাহত হয়েছে রেল চলাচল। উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ক্যাপ্টেন শশী কিরণের মতে, কৃষকদের আন্দোলনের জেরে ট্রেন নম্বর ১২৪১৪, জম্মু তাউই-আজমির এদিন বাতিল রাখা হয়েছে। ট্রেন নম্বর ১২৪১৩, আজমির-জম্মুটাভি ২১ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে। ট্রেন নং ১৯২২৬, জম্মু তাউই-যোধপুর এদিন বাতিল ছিল। ট্রেন নম্বর ১৯২২৫, যোধপুর-জম্মুটাভি ২২ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে। ট্রেন নং ১৪৬৪৬, জম্মু তাউই — জয়সালমের এদিন বাতিল রাখা হয়। ট্রেন নং ১৪৬৪৫, জয়সালমের — জম্মু ২২ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে। ট্রেন নং ১৯১০৮, উধমপুর-ভাবনগর টার্মিনাল এদিন বাতিল রাখা হয়। এছাড়া ট্রেন নং ১৯৪১১৬ শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী-কাটরা আগামীকাল ২১ ডিসেম্বর শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা-বাথিন্দার মধ্যে বাতিল থাকবে। ট্রেন নং ১৯২২৪ জম্মু তাউই — আহমেদাবাদ ২১ ডিসেম্বর জম্মু তাউই — ভাতিন্দার মধ্যে বাতিল থাকবে।

জম্মু-কাশ্মীরে বাড়তে পারে আরও সাত বিধানসভা কেন্দ্র

শ্রীনগর, ২০ ডিসেম্বর (হি.স) : উপত্যকায় আরও আসন বাড়তে পারে। জম্মু ও কাশ্মীরে অতিরিক্ত সাতটি আসন বাড়ানোর সুপারিশ করেছে ডিলিমিটেশন কমিশন। জম্মুতে ৬টি এবং কাশ্মীর উপতক্যায় একটি আসন বাড়তে পারে। সব মিলিয়ে জম্মুতে আসন হবে ৪৩টি এবং কাশ্মীরে ৪৭টি। এর মধ্যে তফশীলী উপজাতির জন্য ৯ টি এবং তফশীলী জাতীর জন্য ৭ টি আসন সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব রয়েছে। ডিলিমিটেশন কমিশনের এই প্রস্তাবের ব্যাপারে সব পক্ষকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মতামত জানাতে বলা হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের মোট ৯০টির মধ্যে ২৪টি আসন থাকবে পাক অধিগৃহীত কাশ্মীরে। এই প্রথম জম্মু কাশ্মীরে তফশীলী উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণ করা হল। সোমবার ডিলিমিটেশন কমিশনের বৈঠক বসে দিল্লিতে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ন্যাশেনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আবদুল্লা, মহম্মদ আকবর লোন, হোসেইন মাসুদি এবং বিজেপির যুগল কিশোর শর্মা উপস্থিত ছিলেন। এই মুহূর্তে জম্মুতে ৩৭টি এবং কাশ্মীরে ৪৬টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। এর আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছিলেন খুব শীঘ্রই আসন পুনর্বিন্যাস সেরে ফেলা হবে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু অটো মালিকের

পানিসাগর (ত্রিপুরা), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক অটো চালকের। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে সোমবার সকাল আনুমানিক আটটা নাগাদ অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কের উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর অগ্নিপাশা এলাকায়। মৃত অটো চালকের নাম অলক দে (৪৫)। তাঁর বাড়ি কুমারঘাটের রাতাছড়া এলাকায়। জানা গেছে, নিজের পুরনো অটো রিকশাটি মেরামতের জন্য কুমারঘাটে নিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। অটো রিকশাকে অন্য এক গাড়ির সাহায্যে রশি দিয়ে টানিয়ে নেওয়ার সময় রশি ছিঁড়ে সড়কের পাশে পাল্টি খেয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। এতে অটো চালক তথা মালিক নিজের অটো রিকশার চাপায় পড়ে অকুস্থলে প্রাণ হারান।

টিকার পর আবার বুস্টার: একদিকে স্থায়ী বাজারের ইঙ্গিত অন্যদিকে করোনা বৈষম্যে উপেক্ষিত কোটি কোটি দরিদ্র

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

করোনা নিয়ে গোটা বিশ্ব বিভাজিত। পাননি, এরকম শতশত কোটি মানুষ রয়েছে আফ্রিকায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, ভ্যাকসিন নির্মাতারা। এবং এটাও সুপরিকল্পিত। সংস্থাগুলির কাজের ধারা দেখে বোঝাই যাচ্ছে তীরা চাইছেন দু'বার দেওয়ার ব্যবসাটা শুরু করতে। এদিকে আফ্রিকায় করোনা সংক্রমণ, থেকে যাওয়ায়

সেখানে তার রূপের পরিবর্তন হচ্ছে। ডেলটা থেকে পরিবর্তিত হয়ে ওমিক্রন ভাইরাস এসে গেল।

ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে বলা হচ্ছিল, যাবে। করোনা প্রতিরোধে আর দুশ্চিন্তা থাকবে না। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, ত্যান্টিবডির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে এক-দেড় বছরের মধ্যেই। এরপর প্রয়োজনে বুস্টার ডোজ দেওয়া যেতে উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। এখন শুধু রাষ্ট্রীয় অনুমতির অপেক্ষায়।

আমাদের দেশের সরকার এখনও বুস্টার ডোজে সম্মতি দেয়নি। কারণ সম্মতি দিলে কেন্দ্রের কাছেই। সামনে বিধানসভা নির্বাচন। দেশবাসীকে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দিতে সব খরচের দায় নিতে হবে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াও আছে সুপ্রিম কোর্ট। তাদের নির্দেশ আছে। তাই বুস্টার ডোজের মতো রেকারিং খরচ করতে হবে কেন্দ্রকেই। এটা বুঝেই কেন্দ্র আপাতত সময় নিচ্ছে। কিন্তু বাকি জগতের প্রবণতা ভিন্ন। ওমিক্রন আমদানি হয়ে গেল করোনা ভিমিত হতে না হতেই। এই অবস্থায় ভ্যাকসিন নির্মাতারা তাদের ভ্যাকসিন নিতে পরামর্শ দিচ্ছে আদৌ এটা ওমিক্রণের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর, সেটা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু আওয়াজ তোলা হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই আওয়াজ উঠেছে। চিন্তায় কপালে ফের ভাঁজ। অথচ এটা জানাই ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বারবার বলা হয়েছিল যে বিশ্বে একজন ব্যক্তিরও যদি টিকাকরণ না সম্পূর্ণ হয়, তাহলেও করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানবজাতির জয় সুনিশ্চিত হবে না। এটা জানার পরেও আফ্রিকায় টিকা পেয়েছে মাত্র ২ থেকে শতাংশ মানুষ। গরিব দেশগুলি দেশের সব নাগরিকের জন্য টিকা অর্থাভাবে কিনতে পারেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশে রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্যান্য অনেক সংগঠনের আর্থিক সহয়তা করার কথা ছিল। তার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা হয়। আফ্রিকার দেশগুলিতে টিকা তৈরির ফর্মুলা, প্রযুক্তি এবং উৎপাদিত টিকা সরবরাহের জন্য ফাইজার,বায়োটেক, মডার্নার হাতে শত শত কোটি ডলার অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়। কিন্তু তারা টিকা পাঠায়নি। টিকা তৈরি করতে কোনও সংস্থাকে প্রযুক্তি সরবরাহ করেনি।

রিলিফ ওয়েব ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টে দার্থহীন ভাষায় লিখেছে Despite receiving public funding of over billion,the three corporations have refused call o urgentiy transfer vaccine technology and know how and with capable producers in low and mikdle income countriesvia the world Health Organisation (WHO), a move that could increase global supply,drive down prices and save millions of lives. এমনটা কিন্তু কথা ছিল না। করোনা যুদ্ধে সকলে একযোগে লড়াই না করলে বিশ্বের কোনও প্রান্তে সেই ভাইরাস থেকে গেলে সেখান থেকেই ফিরে আসবে আবার। বিশ্ব সবসথ্য সংস্থা এবং অতিমারি বিজ্ঞানীরা সকলেই এই নিয়ে একমত ছিলেন। কিন্তু তারাই শেষ পর্যন্ত অসহায় হয়ে দেখছেন উন্নত ও শক্তিশালী দেশগুলি কীভাবে পিছিয়ে গেছে। করোনা দূরীকরণে একটি বিশেষ শক্তিশালী কমিটি তৈরি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, ব্রিটেন, জার্মানি, কানাডা, লিয় রাশিয়াকে নিয়ে। তাতে ভারত আছে। আছে অক্সকাম, বিল গেটসের সংগঠন। বিল গেটস তিনি তার যথাসর্বস্ব

দিয়ে দেবেন টিকা উৎপাদনের জন্য। আমেরিকা রাষ্ট্র যা দেবে তার চাইতেও বেশি তিনি দেবেন। এরপর কী হলো? তার গেটস ফাউন্ডেশনের টাকায় টিকা কিন্তু আফ্রিকার দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছল খুব কম। কিন্তু গেটস হয়ে গেলেন বিশ্বের টিকা দেওয়া নিয়ে গঠিত কমিটির (জিএভিআই) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম বড় চাপ সৃষ্টিকারী শক্তি। এই জিএভিআই পরিচালিত হচ্ছে ধনী বৃহৎ শক্তিগুলির স্থার্থে। বরং একমাত্র ভারত যাদের উদ্যোগে বিভিন্ন দুর্বল দেশে করোনা লড়াইয়ে পিপিই কিটস. থেকে টিকা সবই পাঠানো হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য দেশগুলির ভূমিকা ছিল সীমিত। এবং অনেকটা নেতিবাচক। কারণ টিকার দাম কমাতে দরকার ছিল পেটেন্ট বিধি থেকে দূরে রাখা, ভারতের সেই প্রস্তাবে আমেরিকাই জল ঢেলে দেয়। করোনা মুক্ত বদলে আশ্চর্যজনকভাবে শুরু হলো করোনা নিয়ে টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির নয়া ব্যবসায় শক্তিশালী দেশগুলির মদত। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, চক্ষুলজ্জাহীনভাবে টিকা

প্রস্তুতকারী

সংস্থাগুলির কাছে আসল সত্য। তাই অগ্রিম টাকা দিল যেসব দেশ তাদের ঘরে টিকা ঘরে তুলে দিল তারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অগ্রণী দেশগুলি অর্থের ক্ষমতায় নিজেদের নাগরিকদের জন্য বিপুল টিকার মজুত ভাণ্ডার তৈরি করে রাখল। বড়লোক ইউরোপের দেশগুলির। এখন তার সঙ্গে জুড়েছে অস্ট্রেলিয়া চিন, জাপান, ভারত, সিঙ্গাপুর এশিয়ার অগ্রণী দেশ নিজেদের মতো করে ব্যবস্থা করে নিল।

এই টিকা সংগ্রহে ব্রাত্য হয়ে গেল আফ্রিকা টাকার অভাবে। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষ পর্যন্ত টিকা গেল না আফ্রিকা। দুর্বল দেশগুলিকে নিয়ে তৈরি হল আশিটি সংগঠনের একটি জোট, নাম ''দি পিপল*স ভ্যাকসিন অ্যালায়েস'', যার মধ্যে আফ্রিকান ত্যালায়েল, গ্লোবাল জাস্টিস নাউ, অক্সফাম-এর মতো সংগঠন রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তিতে মেধা সত্ত্ব নিয়ে শর্ত লাঘব এবং করোনা ভ্যাকসিন টেস্ট কিটস ও অন্যান্য মেডিকেল বস্তুর ক্ষেত্রে দাম কমাতে ট্রিপস' চুক্তিতে শিথিলতা দাব করে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছিল। দাবি ছিল করোনা থেকে দরিদ্র ও মাঝারি আয়ের দেশগুলিকে বাঁচাতে এমআরএনএ নেতা ও নোবেলজয়ী ব্যক্তিত্ব কিন্তু ভেবেছিল তাদের কোনও দায় অন্য দেশগুলির প্রতি নেই। খোদ আমেরিকা ভ্যাকসিন নষ্ট করল প্রায় ৫ কোটি। নিজেরা আতঙ্কে ভ্যাকসিন রেখে আটকে রেখে বৈষম্য সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছে সরবরাহে। এর সঙ্গে দেখা গেছে ভ্যাকসিন নিয়ে পেটেন্ট এবং মুনাফা ইস্যুতে আমেরিকার অনমনীয় মনোভাব। করোনা আক্রান্ত বিশ্বের অসহায় পরিস্থিতি থেকেও ওষুধ শিল্পের পুঁজির স্বার্থ রক্ষায় আমেরিকা ও তার সহযোগী দেশগুলির নির্লজ্জ মিথ্যাচার এই দ্রোহকালকে আরও, বিপন্ন করেছে। এই নিয়ে ভ্যাকসিন সংকট দেখা দিয়েছিল বিশ্বজুড়ে, এখনও সেই সংকটে আফ্রি কা। আফ্রি কা থেকে করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হয়ে ছড়াচ্ছে বিশ্বজুড়ে। আন্তর্জাতিক উড়ান যতই বন্ধ থাকুক করোনার সংক্রমণ কিন্তু ছড়াচ্ছে। সাগর পাহাড় সীমান্ত পেরিয়েছ আসছে। এসবই করোনা সংক্রান্ত বৈষম্য সৃষ্টির ফল। বৈষম্য শুধু টিকা দেওয়ার নয়, টিকার রাষ্ট্র নিজেই আকায় দরিদ্র মানুষের বা সরকার আজও পর্যন্ত মাত্র পাচ শতাংশ মানুষকে টিকা দিতে পেরেছে। তার বেশি টিকা দেওয়া হয়নি। সেখানে করোনা থেকে ফের দায় কার? গ মে মাসেই কোভিড নিয়ে এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেছিলেন সতর্ক করে যে শুধুমাত্র শেয়ার করার ইচ্ছেটা নেই বলেই করোনা সংকট থেকে মুক্তির সম্ভাবনা দূর অস্ত। বিশ্ব এখন টিকা নিয়ে বৈষম্য ভাগ হয়ে গেছে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারছে না যে একজন মানুষও যদি টিকা না পেয়ে থাকেন, তাহলে সেখান থেকেই ফের করোনা ছড়িয়ে কোনও অন্যরূপে। ওমিক্রন ডেল্টা করোনার থেকেও দ্বিগুণ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, এমন আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছে চিকিৎসকরা। তাহলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানের কথাই সত্য হলো?

এদিকে ওমিক্রনের বিরুদ্ধেও বললেই টিকা তৈরি হয়ে যাবে, এমনই আশ্বাসবাণী করেছিল কোভিশিল্ড। এবার নতুন কিছু তৈরি করতে হলে সেটাও দ্রুত সম্ভব, শুধু নির্দেশের অপেক্ষা সরকারের কাছ থেকে। এইটুকুই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ভ্যাকসিনগুলির আদতে ৫০ শতাংশ কাজ করবে কিনা সন্দেহ এমনটা তারা নিজেরাই জানিয়েছে। আর দু'বার ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে গেলে যে ওমিক্রুন হবে না, তাও না। ভারতের প্রথম ওমিক্রন আক্রান্ত ব্যক্তি একজন চিকিৎসক, যাঁর দু'বার ভ্যাকসিন নেওয়া ছিল। তাহলে ভ্যাকসিন দিয়ে তেমন বিশেষ কোনও কিছু ভালো পাওয়া গেল? প্রত্যেকেই হয়তো বলবেন টিকাটাই একমাত্র রক্ষাকবচ, মৃত্যু থেকে বাঁচাবে। মৃত্যু হার কমলেও এই রোগ নিয়ে এইভ্যাকসিন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাহলে থেকেই যাবে। ভ্যাকসিন. নির্মাতাদের পোয়াবারো। অক্সফাম রিপোর্টে প্রকাশ, প্রতি সেকেন্ডে ৬৫ হাজার ডলার কমাচ্ছে ফাইজার, মডার্নার মতো টিকা নির্মাতারা। করোনার মতো মারাত্মক ভাইরাসের মোকাবিলাতেওত্ত বৈষম্যে বিভাজিত বিশ্ব। চলেছে আত্মঘাতী নীতি নিয়ে। এখনও যদি এটা বুঝাতে না পারে তাহলে মানবসমাজ শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে কি?(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটুর ব্যথা সারানো সম্ভব

গৌতম কুমার ভদ্র

সাধারণ মানুষের মধ্যে হাঁটুর সমস্যা আজ অনে বেড়ে গেছে। কিন্তু হাঁটুর ব্যথা হয় কেন? এর জন্য গঠনগত ত্রুটিও একটা বড় ধরনের কারণ। প্রথমেই আসি, আমরা অধিকাংশ জনই সূর্যের আলো শরীরে লাগাই না। এড়িয়ে চলা করি। রোদ গরম থেকে এসে এসিতে বসে পড়ে আয়েস অনুভব করি। এতে শরীরের সংযোগস্থলগুলির পেশি দুর্বল হয়ে যায়। আর যে পেশি বেশিভাবে কাজ করে যমন হাঁটু তখন দেহের ভার নিতে ক্রমশ অক্ষম হয়ে পনে। ক্রমাগত এরকম হতে হতে শেষ পর্যন্ত হাঁটুর ব্যথা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়ত, যে মানুষয ত বেশি হাঁটু সঞ্চালন করবেন অথবা কাজ করেবন তাঁর হাড় তত বেশি শক্ত হবে। যার ফলে দেখা যায় দিন মজুরের কাজ যারা করেন তাদের হাড় অনেক বেশি শক্ত। পক্ষান্তরে যাঁরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন তাদের হাড় অনেকটাই দুর্বল। ফলে হাঁটুর ব্যথা দেখা দেয়।

স্নেহ জাতীয় পদার্থ যেমন ফ্রিজে রাখলে জমে যায়। এ ব্যাপারটা হল অনেকটা সেই রকম। সাধারণত এই জাতীয় পদার্থকে গরম করলে তরল হবেই। পাশাপাশি এই ধরনের খাদ্যও পৌষ্টিক তন্ত্রে মধ্যে জমে যায়। যা মলের সঙ্গে শরীরের বাইরে চলে যায়। হাঁটুর সমস্যার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এর প্রথম লক্ষণ হল যদি অনেকক্ষণ বসে থাকার পর উঠতে গেলে হাঁটু ধরে উঠতে হয় বা হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করেন তা হলে বুঝতে হবে যে অসুবিধার কারণ আছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গিয়েও অনেক সময় সমস্যা হতে পারে।

হাঁটু কিন্তু শরীরের ওজন ধারণ করে। তাই কারও তাই কারণ যদি শরীরের ওজন বেশি হয় তার হ্রাস অবশ্যই করতে হবে। তা না হলে ব্যথা ক্রমশই বাড়তে থাকবে। সেই জন্য হাঁটা, স্কিপিং বা নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

নারী, পুরুষ বেদে কি এই ব্যাখ্যার লক্ষণ আলাদা? বস্তুত চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যথার খুব একটা প্রকার ভেদ নেই। এরপর থেকেই পার্থক্য দেখা দিতে থাকে। সাধারণত ওই বয়সের পর মহিলাদের ইস্টোজেন নামক হরমোন যা কিনা হাড়ের গঠনের জন্য খুবই জরুরি। তা কিন্তু আর নির্গত হয় না। ফলে হাড় দ্রুত দুর্বল হতে থাকে। সেই সময় তাদের এই অসুবিধাগুলি বেশি দেখা যায়। আবার ষাট বছরের পর লিঙ্গ ভেদে কিন্তু এই ব্যথার লক্ষনের কোনও পরিবর্ত দেখা যায় না। এই রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা প্রয়োজন হাড়ের ওফর কোনও অবস্থাতেই বেশি চাপ সৃষ্টি করা চলবে না। শরীরের ওজন যেন বেড় না যায় সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ডায়াবেটিস থাকলে তাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব জরুরি। থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে সেদিকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। আর হাড়ের ওপর চাপ কমাতে পেশীশক্তি বাড়ানো খুব প্রয়োজন। ব্যথা নিয়মিত থাকলে পেশী শক্তি খুব প্রয়োজন। ব্যথা নিয়মিত থাকলে পেশী দুর্বল হতে থাকে। আর পেশী যত দুর্বল হতে থাকবে ততই হাড়ের ওপর চাপ বাড়বে। পলে দুটো হাড়ের মধ্যে যে করেটিলেজ থাকে তা কিন্তু ধীরে ধীরের ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই করেটিলেজের নির্দিষ্ট একটা পুরুত্ব তাকে। চল্লিশের পর থেকে এক ভাঙনের শুরু আর উৎপন্নের পরিমাণ কমতে থাকে। তখন হাড় দুটি একটির সঙ্গে অন্যটি ঘষা খায়। আর তখনই ব্যথা অনুভূত হয়। কারও কারও আবার ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে জলও জমে যায়। যাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় ইফিউসন। অনেককে দেখা যায় প্রায় হাঁটাচলাই করতে পারছেন না। আসলে হাড়ের ওপর প্রচণ্ড চাপের জন্যই এই অবস্তা দেখা দেয়। পাশাপাশি মাসলও দুর্ভল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় রোগীকে শুইয়ে রাখা প্রয়োজন। লাগানো উচিত লম্বানি ব্রেস। যার ফলে হাঁটু ভাঁজ করা বা নড়াচড়া করা যায় না। এতে হাঁটুর মধ্যে ঘষা লাগা কমে যায়। অনেকেই এক থেকে দু বছর পর্যন্ত নি ক্যাপ ব্যবহার করেন। যা কোনও অবস্থাতেই করা উচিত নয়। যন্ত্রণার সময়ই একমাত্র ব্যবহার করা উচিত। তাও দু'তিন সপ্তাহের বেশি নয়। হাঁটুকে সুরক্ষিত রাখতে নিয়মিত হাঁটা একান্ত জরুরি। সকালে এবং প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা। বেশিক্ষণ যারা বসেকাজ করেন তাঁদেরমাধে চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করে নেওয়া প্রয়োজন। বেশিক্ষণ এসিতে বসে থাকাও ঠিক নয়। হাঁটুর ব্যথা কমাতে হলে ভাঁধাকপি ভালো করেন শিলে বেটে হাঁটুর ওপর লাগিয়ে সাদা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখলেও ব্যথা কমে যাবে। নিয়মিত করলে নিশ্চিত উপকার পাওয়া যাবে। হাঁটুর ব্যথা মানেই কিন্তু বাত নয়। অতএব, না জেনে এলোমেলো ওষুধ ব্যবহার না করাই ভালো। ডিম, মাছ, মাংস যতটা সম্ভব কম খাওয়া উচিত। রসুন, আদা, পেঁয়াজ একেবারেই নয়। যতটা সম্ভব শাক সব্জি খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। দুধ চা খাওয়ার বদলে কালো চা পান করলে উপকার পাওয়া যায়। মধুর সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়মিত দু বেলা খেলে ব্যথার পরিমাণ কমবে। এক্ষেত্রে মুসুর জাল ছাড়া অন্য কোনও ডাল চলবে না। জল ঢালা ভাত অথবা পান্ত কখনই নয়। ক্যালশিয়াম জাতীয় খাবার এই রোগের পক্ষে যথায়ত। নিয়মিত নিয়মগুলি মেনে চললে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন। তবে অত্যাধিক হাঁটু যারা ব্যবহার করেন যেমন খেলোয়াড়, ওয়েট লিফটার, ছুতোর মিস্ত্রি তাঁদের কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। হাঁটু কিন্তু অনেকটাই মেশিনের মতো। নির্দিষ্ট সময়ের পর ক্ষয় হতে থাকে। তাই সময় থাকতে থাকতেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পাকিস্তানে যৌথ খননকার্যে মিলল তক্ষশীলার চেয়েও প্রাচীন মন্দির

করাচি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): তক্ষশীলার চেয়েও প্রাচীন মন্দির মিলল পাকিস্তানের মাটির নিচে। উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখাওয়া প্রদেশের সোয়াট জেলার বারিকোট তহসিলের বাজিরা শহরে খননকাজ চালাতে গিয়ে মাটির নিচ থেকে খুঁজে পাওয়া গেল বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্য। পাকিস্তানি এবং ইতালীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি যৌথ খনন দল অন্তত ২,৩০০ বছরেরও বেশি পুরনো 'মন্দির' ও আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেছে। বাজিরা শহরের এই নিদর্শনগুলি প্রমাণ করেছে যে, সোয়াট এলাকাটিতে অন্তত ছয় থেকে সাতটি ধর্মের পবিত্র স্থান ছিল। বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্যটি পাকিস্তানের তক্ষশীলায় আবিষ্কৃত পুরাকীর্তির চেয়েও প্রাচীন বলে মনে করা হচ্ছে। আপাতত এটিই পাকিস্তানে আবিষ্কৃত বৌদ্ধযুগের সবচেয়ে পুরনো স্থাপত্য। মন্দির ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিকরা বৌদ্ধ যুগের ২,৭০০টিরও বেশি নিদর্শন উদ্ধার করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে মুদ্রা, আংটি, পাত্র এবং গ্রিক রাজা মেনান্দার বা মিলিন্দের আমলের খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা। এই গ্রিকরাজ যথেষ্ট বিখ্যাত। কারণ, বৌদ্ধাচার্য নাগসেন তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। পালি ধর্মসাহিত্যে তাঁদের কথোপকথন 'মিলিন্দ পঞ্চহো' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পাকিস্তানে ইতালীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের প্রধান ড় লুকা মারিয়া অলিভেরি বলেন, "বৌদ্ধ আমলের স্থাপত্যের আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, সোয়াটে তক্ষশীলার চেয়েও প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।" ভবিষ্যতে সেখানে আরও অনেক বেশি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করা যাবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। শুধু ইতালীয় বিশেষজ্ঞরাই নন, জাদুঘর ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ড় আবদুস সামাদও মনে করেন, সোয়াটের বাজিরা শহর তক্ষশীলার চেয়েও প্রাচীন। ইতালির শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পিএইচডি শিক্ষার্থীরা এই স্থানগুলির খননে নিযুক্ত রয়েছেন। পাকিস্তানে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্দ্রেয়া ফেরারেস সাংবাদিকদের বলেন, "পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিভিন্ন ধর্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সহযোগিতায় ইতালীয় প্রত্নতাত্ত্বিক মিশন গত সত্তর বছর ধরে পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলিকে রক্ষা ও খনন করে চলেছে।'

১৯৬০ সালের ভাষা আইনের ৫-এর "ক" ধারায় সংশোধনী ছাড়া

অন্য সব ধারা একই রয়েছে, বিধানসভায় কমলাক্ষকে মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ১৯৬০ সালের ভাষা আইনের ৫-এর "ক" ধারায় সংশোধনী ছাড়া অন্য সব ধারা একই রয়েছে। এ সবে কোনও ধরনের অদল-বদল হয়নি। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ২২ নম্বর তারাবিহীন লিখিত প্রশ্নের জবাবে লিখিতভাবে আজ সোমবার বিধানসভায় এ তথ্য জানান গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কমলাক্ষের অন্য আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী লিখিতভাবে জানান, বরাক উপত্যকার তিন জেলায় প্রশাসনিক এবং অন্যান্য সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আইনও যথারীতি বহাল রয়েছে। ১৯৬০ সালের সরকারি রাজ্যভাষা আইন (সংশোধিত) কার্যকর করতে ২০১৬ সালের জুন মাসের পর থেকে সরকার কোনও নির্দেশনা জারি করেনি বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। লিখিত জবাবিপত্রে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারি কার্যালয়গুলোতে ব্যবহারের জন্য ভাষা আইনের নিয়মাবলী পুনরায় মুদ্রণ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভাগীয় মন্ত্রী ড় শর্মা এ-ও জানান, ভাষার সবলীকরণের জন্য আলোচনাচক্র এবং বিজ্ঞাপন সংবলিত সাইনবোর্ড রাজ্যের সকল জেলাশাসকের কার্যালয় সহ অন্যান্য সরকারি কার্যালয়ে জনসচেতনতার জন্য লাগানো হয়। ভাষা আইন ১৯৬০-এর ধারা ৩ এবং ধারা ৫ অনুসারে বরাক উপত্যকার সরকারি সাইনবোর্ডে রাজ্য ভাষা অসমিয়ার পাশাপাশি বাংলা ভাষাও ব্যবহার করা যাবে বলে কমলাক্ষের অন্য আরেকটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। বরাক উপত্যকায় সরকারি ভাষা আইন লঙ্ঘন হয়েছে বলে সরকারের কাছে কোনও তথ্য নেই বলেও লিখিতভাবে জানিয়েছেন গৃহ দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

কথা দিয়েও রাজভবনে এলেন না উপাচার্যরা ফের তাঁদের বৈঠকে ডাকলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের বেসরকারি ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সোমবার রাজভবনে বৈঠকে ডেকেছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপালের সেই বৈঠক এড়ালেন উপাচার্যরা।

রাজ্যের ১১ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের রাজভবনে বৈঠকের জন্য ডেকেছিলেন 'ভিজিটার' রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সেই বৈঠকে হাজির থাকতে পারবেন না বলেই রাজ্যপালকে জানিয়ে দিয়েছেন ১১ জন উপাচার্য। এর ফলে ফের একবার 'ব্যথিত' ও 'অপমানিত' বোধ করেছেন তিনি। তৃণমূলের অভিযোগ, বার বার নিজের পদের গরিমা ভুলে রাজ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করেছেন রাজ্যপাল। কখনও রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্প নিয়ে আবার কখনও পুলিশ-প্রশাসন নিয়ে বারবার টুইট করেই নিজের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন।

রাজভবন থেকে বিরক্তি-সহ লিখিত বার্তায় উপাচার্যদের জানানো হয়েছে, 'উল্লিখিত সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরে, সভার দিনে এই ধরনের মনোভাব ইউনিয়নবাদের ইঙ্গিত দেয়। এটা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য। বৈঠকে অংশ না নেওয়ার প্রেক্ষিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ভিজিটরের দ্বারা নির্ধারিত বৈঠক সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং অগ্রহণযোগ্য। রাজভবনের সমস্ত অনুষ্ঠান করোনা প্রোটোকল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার শর্তাবলীর সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে। শাসনে কর্তৃত্ববাদের জন্য রাজ্যে ব্যাপকভাবে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পরিদর্শক হিসাবে বিধিবদ্ধ বিধানগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে, রাজ্যের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন দিক অস্বচ্ছল বলে দেখেছি। নির্ধারিত সভার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার পরিবেশ যাতে দেখা যায় তা নিশ্চিত করা।' আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত এবং পবিত্র দায়িত্বে আছেন। তার সম্মানে, রাজ্যপাল এবং আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক নির্দেশ দিয়েছেন যে সভাটি এখন কলকাতার রাজভবনে আগামী ২৩ ডিসেম্বর, বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। এবং ওই সভায় আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশিত। রাজ্যের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল। ২০১৯-এর ৪ ডিসেম্বর পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন জগদীপ ধনকর। কিন্তু উপাচার্য সহ কোনও পদাধিকারী ছিলেন না তাঁকে স্বাগত করার জন্য। এমনকী উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরও বন্ধ ছিল। এর পর লাইব্রেরিতে যান রাজ্যপাল। কিন্তু সেখানে দেখা মেলেনি লাইব্রেরিয়ানের। উপস্থিত গণমাধ্যমের কাছে রাজ্যপাল আক্ষেপ প্রকাশ করেন, রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রিমোট কন্ট্রোল করতে চাইছে। এরকম ঘটনা তারই নিদর্শন। তবে রাজ্যে পঠনপাঠন সুস্থ পরিবেশ তৈরী করার জন্য তিনি যে সচেষ্ট থাকবেন। এর পর ২০২০-র ১৩ জানুয়ারি রাজভবনে রাজ্যপালের ডাকা বৈঠকেও যান নি রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ওই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজভবন থেকে চিঠি গিয়েছিল রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছন নি কেউই। আচার্যের তলবে উপাচার্যরা না পৌঁছনোয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক অচলাবস্থা জটিল হয়েছিল বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এবার বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ডেকেছিলেন রাজ্যপাল। এখন, পরিমার্জিত সূচি অনুযায়ী আগামী বৃহস্পতিবার বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজভবনে যান কি না, সেটাই দেখার। প্রসঙ্গত, সোমবার ভিন্ন বিষয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রাজ্যপাল ধনর। তিনি রাজ্যের পেগাসাস নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তলব করেছেন।

চাঁচলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত তিনটি বাড়ি

চাঁচল, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : মালদার চাঁচল-১ ব্লকের অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কনুয়া গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল তিনটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। জানা গেছে, আগুনে ধান, চাল, আসবাবপত্র সহ পুড়ে ছাই হয়ে যায় তিনটি বাড়ির মূল্যবান নথিও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন চাঁচলের দমকল কর্মীরা। তবে তার আগেই স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলেন। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তবে কেউ বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে থাকতে পারে প্রাথমিকভাবে অনুমান। গত বছর জুতো সেলাই করে উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করে তাক লাগিয়েছিলেন কনুয়ার সঞ্জয় রবিদাস। তাঁর বাড়ি সহ আরও দুটো বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। চাঁচল-১ ব্লকের বিডিও সমীরণ ভট্টাচার্য জানান, যাঁদের বাড়িঘর পুড়ে গিয়েছে তাঁরা সাহায্যের জন্য আবেদন করলে তা খতিয়ে দেখে ব্লকের ত্রাণ তহবিল থেকে সবরকম সাহায্য করা হবে।

প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে সরকারের সিবিআই তদন্ত করানো উচিত: দেবেন্দ্র ফড়নবীস

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর (হি.স) : মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্র হাউসিং এন্ড এরিয়া ডেভলফমেন্ট অথরিটি(হামডা)-র নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের মামলার তদন্ত সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) করা উচিত বলে মনে করেন বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিস। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে চিঠি লিখেছেন ফড়নবীস। এর মাধ্যমে মামলার প্রকৃত আসামি ধরা যাবে বলেও তিনি জানান। দেবেন্দ্র ফড়নবীস সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, মহারাষ্ট্র হাউসিং এন্ড এরিয়া ডেভলফমেন্ট অথরিটি (হামডা)-র নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের পরে তদন্ত চলছে। মামলার অভিযুক্তদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৮৮ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। সোমবার ফের অভিযুক্তের আত্মীয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দেড় কোটি টাকার নগদ ও গহনা উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, মামলা কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এর আগে পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়োগের নথিপত্রও ফাঁস হয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এই ঘটনার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া। উদ্ধব ঠাকরেকে চিঠি লিখে এমন দাবি করেছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, মহারাষ্ট্রের পুলিশ এই কাণ্ডের আসল অপরাধী কারা তা খুঁজে বের করতে পারে না, কারণ আসল অপরাধীরা মন্ত্রালয়ে বসে আছে। সে কারণেই এই বিষয়ে সিবিআই তদন্ত জরুরি।

বিজেপিগামী বিধায়ক শশীকান্ত প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিধান পরিষদীয় দলের জরুরি বৈঠক

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : রহার দলীয় বিধায়ক শশীকান্ত দাস আজ মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসকদলের প্রদেশ সভাপতির পদস্পর্শ করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আজ বিধানসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় কক্ষে বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়ার পৌরোহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ তথা জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রহার বিধায়ক শশীকান্ত দাস বিজেপিতে যোগদান করায় তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করতে সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জরুরি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। দলীয় এক সূত্রের খবর, আগামীকাল শশীকান্ত দাসের বিধায়ক পদ খারিজ করতে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির সঙ্গে দেখা করে দাবি জানাবে কংগ্রেসের পরিষদীয় দল।

নির্বাচন কমিশনকে কড়া চিঠি বিমান বসুর

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কলকাতা পুর নিগমের নির্বাচনকে 'কার্যতঃ প্রহসনে পরিণত করার বিরুদ্ধে' নির্বাচন কমিশনকে কড়া চিঠি দিঢ়েন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন, "আমরা দাবি করছি - ভোটগণনা স্থগিত রেখে ভোট লুট, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, প্রার্থীদের উপর হামলা, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে লুটপাটে যুক্তদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং যে সব ওয়ার্ডে পুনর্নির্বাচনের দাবী করা হয়েছে সেইসব ওয়ার্ডে ও বুথে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।"এ ছাড়া বিমানবাবু চিঠিতে লিখেছেন, "আমাদের পক্ষ থেকে আগে কয়েক দফায় আপনার নিকট কলকাতা পুর নির্বানচকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার দাবীতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত আপনাকে শাসকদলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে ভারতের নির্বাচন আয়োগের নির্দেশ অনুসারে পুর ওয়ার্ডের যে কোন ভোটারকে পোলিং এজেন্ট দেওয়ার অধিকারের জন্য দাবি জানিয়েছি। নির্দেশ উল্লেখ থাকলেও আপনি মান্যতা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। নির্বাচনের আগের দিন থেকেই শাসক দল আমাদের পোলিং এজেন্ট ও নির্বাচনী কর্মী এমনকি ভোটদাতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাণনাশের হুমকী দিয়েছে। ১২৩ নং ওয়ার্ডে একজন কর্মীকে মারধর করে অপহরণ করা হয়েছিল। মধ্যরাতে হরিদেবপুর থানায় অভিযোগের পর তাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। নেতাজীনগর থানার অন্তর্গত ৯৮ নং, ১০০ নং ওয়ার্ডেও রাতে এধরণের ঘটনা ঘটে। ১০ নং বোরোর অন্তর্গত ১০১ থেকে ১১০ নং পর্যন্ত অধিকাংশ ওয়ার্ডেই পোলিং এজেন্ট ও নির্বাচন কর্মীদের মারধর, হুমকী, বাড়িছাড়া করার অপচেষ্টা চলে। পাটুলি থানায় অভিযোগ করলে ঐ থানার এক আধিকারিক সরাসরি শাসকদলের কর্মীর মতই বামফ্রন্টের প্রার্থী ও কর্মীদের হুমকী দেয়। নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর সকাল থেকেই অসংখ্য ওয়ার্ডে, বুথে আক্রমণ, পোলিং এজেন্টকে বলপূর্বক তুলে দেওয়া, এমনকি বোমা ও লাঠি দিয়ে গুরুতর আহত করার ঘটনাও ঘটেছে। তা বিভিন্ন সময়ে আপনাকে জানানো হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর দুপুরে নির্বাচন কমিশনের সচিবের নিকট ডেপুটেশন দিয়ে বাকী সময়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানালেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই সময়েই ৮, ৭৫, ১২৬ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী; ৬৩, ১১৩ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনী এজেন্ট এবং ৩৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা পোলিং এজেন্টসহ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্বৃত্তরা দলবদ্ধভাবে নির্বাচনী আইনের তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছ হামলা চালায়, ভোট লুট করে, বর্বর আচরণ করে, ৩৬ নং ওয়ার্ডে বোমা নিক্ষেপ করে যার ফলে অনেকে আহত হন। বাইক বাহিনী যাতে নির্বাচনের ৪৮ ঘন্টা আগে থেকে দাপিয়ে বেড়াতে না পারে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও সেই বাহিনীই কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ছাপ্পা ভোট দান, প্রকৃত ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, এমনকি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করে আসবাবপত্র ভাঙচুর, ভোটকর্মীদের মারধর, ইভিএম ভাঙচুরের মত ঘটনা ঘটিয়েছে। এই দুর্বৃত্তদের হাতে নাতে ধরে পুলিশের হাতে দিলেও কোনরকম অভিযোগ দায়ের না করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সম্পূর্ণ পুনর্নির্বাচন (২, ৮, ১০, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ৩৬, ৫৯, ৬৩, ৭০, ৭১, ৭৫, ১০১, ১০২, ১০৯, ১১০) এবং আরও কয়েকটি ওয়ার্ডে (৬৫, ৯৪, ৯৯, ১২৫, ১২৭ প্রভৃতি) কয়েকটি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। দুর্বৃত্তদের হামলা, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা দিতে না পারায় প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে না পেরে এমআরও-দের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। একজন এমআরও অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই কোন তদন্ত না করেই আবেদন নাকচ করে দেন।

শাসকদলের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল নির্বাচনের দিন রাত ৯টায় স্ক্রুটিনী করার খবর শেষ মুহুর্তে পাঠানো হয় এবং পুনর্নির্বাচনের সুযোগ না রেখেই গণনার দিন ঘোষণা করা হয়।ফলশ্রুতিতে যা ঘটার তাই ঘটেছে - আপনাদের পক্ষ থেকে কোন ওয়ার্ড বা বুথেই পুনর্নির্বাচন নয় বলে বিবৃতি দেওয়া হলো। বিভিন্ন পোলিং বুথে ভোট লুট, ভাঙচুর, হামলা এমনকি ইভিএম ভাঙ্গার নজিরও বৈদুতিন প্রচার মাধ্যম ও স্থির ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে। এসব আপনাদের নজরে থাকা সত্ত্বেও জনগণের বদলে শাসকদলের সেবকের ভূমিকা পালনের এক ঘৃণ্য নজির সৃষ্টি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

PNIe-T NO:- 25/EE-I/2021-22, Dated 17/12/2021

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on **10-01-2022** for 08(Eight) Nos. Maintenance work. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-1, PWD(R&B)
AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA-C-3027-2021-22

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

Sl. No	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chessis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01	**Supar Splender**	**TR01-U-6708**	**Engine No:- Nil Chassis No: - NIL**	**01.11.2021** at **03:00** pm	Sri Pranab Ch. Sarkar, Fr, A/O FPU Sadar

Thefefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said **motor bike** for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and Signature of this day on 14-12-2021.

Sd/- (P. Chakraborty, TFS)
Sub Divisional Forest Officer
Sadar Sub Division, Agartala

ICA-D-1485/2021-22

ভোটগণনা ঘিরে কমিশনের একগুচ্ছ নির্দেশিকা

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : ভোটগণনা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় তার জন্য সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া রবিবার সুসম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার সেই নির্বাচনের ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণার পালা। নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছে গণনাকেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি। অর্থাৎ কলকাতায় যে ১১টি গণনা কেন্দ্রে ভোট গণনা হবে, তার ২০০ মিটারের মধ্যে কোনও রকমের জমায়েত করা যাবে না। এর পাশাপাশি প্রতিটি গণনাকেন্দ্রের দায়িত্বে একজন করে এএমআরও পদমর্যাদার আধিকারিক রাখা হচ্ছে। প্রতিটি গণনাকেন্দ্রে সিসিটিভি থাকার পাশাপাশি ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় রাখা হচ্ছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে ৩ হাজার পুলিশ। থাকছে কুইক রেসপন্স টিম, ফ্লাইং স্কোয়াড ও রিজার্ভড পুলিশ ফোর্স। থাকছে ড্রোনের নজরদারির ব্যবস্থাও। কমিশন জানিয়েছে, সকাল ৭টার মধ্যে সব প্রার্থী ও তাঁদের এজেন্টদের গণনাকেন্দ্রে চলে আসতে বলা হয়েছে। কেননা তাঁদের উপস্থিতিতেই সকাল ৭টায় স্ট্রংরুম খোলা হবে। একই সঙ্গে ওই সময়ের মধ্যেই গণনায় যুক্ত থাকবেন যে সব সরকারি কর্মী তাঁদেরকেও হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রার্থী ও তাঁদের এজেন্টদের উপস্থিতিতেই স্ট্রংরুম খুলে ইভিএম মেশিন বার করে তা টেবিলে টেবিলে গণনার জন্য পৌঁছে দেওয়া হবে। যাঁরা গণনার কাজে থাকবেন তাঁদের বলেই দেওয়া হয়েছে মোবাইল না নিয়ে আসতে। মোবাইল বা কোনওরকমের বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়ে গণনাকেন্দ্রের ভিতরে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। গণনার ভিডিওগ্রাফি অবশ্য কমিশনের তরফেই করা হবে। সংবাদমাধ্যমকে নির্দিষ্ট প্রথা মেনে চলতে হবে। তাই গণনাকেন্দ্রের বাইরে তাঁদের উপস্থিতি মেনে নেওয়া হলেও ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে করোনাবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে। সবাইকে মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে বলেও কমিশন জানিয়ে দিয়েছে।

'রাজনৈতিক বেজন্মা' বলে শুভেন্দুকে আক্রমণ কুণালের

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : "শুভেন্দু মানসিক অবসাদ এবং হতাশা থেকে নাটক করছে।" সোমবার সন্ধ্যায় টুইটারে এই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণাল লিখেছেন, "কাঁথি শহরের জনস্রোত দেখে ভীত। কাঁথি পুরসভা তৃণমূল ২১-০ করবে। শুভেন্দুর ক্ষমতা থাকলে কাঁথিতে নিজের বাড়ির ওয়ার্ডে লড়ে দেখাক। বিধানসভা ভোটেও ওর বুথে ওর প্রার্থী হেরেছে। এবারও অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেড হারবে। শুভেন্দু, তোমার কালকের নাটকের সঙ্গে আজকের কর্মসূচির সম্পর্ক নেই। এটা আগে ঘোষিত। কাঁথির সবাই প্রচার দেখেছেন। তুমি অন্যদের কুকথা বলে বেড়াবে আর এখন নাটক করবে, এসব চলবে না। সময় ফিরে আসে। আজ তুমি কাঁথি ছেড়ে পালিয়েছো। যাও এবার দিল্লিতে কাঁদো, অমুককে চিঠি পাঠাতে হবে! শুভেন্দু মিথ্যা বলছে। কাঁথিতে ওর বাড়ির সঙ্গে কেউ অন্য আচরণ করেনি। রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়েছে। ও যখন রাজনৈতিক জন্মদাত্রীকে কুকথা বলে তখন? ২০১৩। আমি গ্রেপ্তারের পর আমার ক্যানসার আক্রান্ত মায়ের সামনে বাড়ির কাছে মাইক বাঁধার সময় মনে ছিল না শুভেন্দু? রাজনৈতিক বেজন্মা।"

প্রসঙ্গত, সোমবার দুপুরে শুভেন্দুবাবু টুইটারে লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা, দয়া করে তৃণমূলের নোংরা সংস্কৃতির দিকে তাকান। গতকাল তারা হাজার হাজার পুলিশ কর্মী দিয়ে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে থামাতে পারেনি। তাই আজ তারা আরও নিচে নেমে গেছে; কোনও অনুমোদন ও শালীনতা ছাড়াই আমার বাসভবনের সামনে লাউডস্পিকারে গান বাজাচ্ছে। আমার ব্যস্ত সময়সূচীর জন্য বাড়িতে থাকতে পারি না, কিন্তু আমার ৮৩ বছর বয়সী বাবা শিশির অধিকারী এবং ৭৪ বছর বয়সী অসুস্থ মা এই উপদ্রবের লক্ষ্য হয়ে উঠেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই মনে রাখবেন; যেমন কর্ম তেমন ফল. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সচেতন মানুষ আপনার বিবেক বিচার করবে।" অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে একটি ভিডিও যুক্ত করে রাজ্য পুলিশের ডিজি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরকে পাঠিয়েছেন শুভেন্দুবাবু। এর পরে কুণালবাবু টুইট করেন।

WALK- IN- INTERVIEW

A walk in interview for the engagement of Guest Lecturer(s) will be held at B.B Memorial College, Agartala on 27th December,2021at 11:00 am for the subject noted below. The engagement will be purely on temporary basis at a remuneration of Rs.400/-(Rupees four hundred) only per class of 45 minutes duration duly attended during the academic year 2021-2022. Number of G.L./ Number classes would.be decided later on based on actual requirement in the respective subject(s). Subjects for which Guest Lecture(s) would be engaged are as follows:

MATHEMATICS, COMMERCE AND CHEMISTRY.

Intending candidates possessing 55% marks in the Master Degree Level(5% relax able SC/ST/PH/PhD candidates) with preferable Honors in respective subject may attend the interview board on the aforesaid date, time and place mentioned herein with original marks sheet/certificates and an application supported by a copy of all relevant papers. Candidates must possess the qualification on the date of interview.

Preference will be given to the candidates having requisite qualification as per UGC guidelines.

Person already engaged as Guest Lecturer in this college are asked to submit necessary documents but need not have to face interview. No TA/DA would be given for attending the interview.

Date	Time	Venue of Interview
27/12/2021	11:00 am	Concerned Department

(Dr. Ratan Deb)
Principal-in- charge
Bir Bikram Memorial College
Agartala, Tripura(W)

ICA-D-1490/2021-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 30/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2021-22 Dated-15-12-2021.

The **Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed **Percentage rate** e-tender from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up **to 3.00 P.M.** on 29/12/2021 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNITNo-71/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 23,83,687.08	Rs. 23,837.00	03 (Three) Months	Up to15.00 Hrs on 29-12-2021	At 15.30Hrs on 29-12-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNITNo-72/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 24,22,961.74	Rs.24,230.00	03 (Three) Months				
3	DNITNo-73/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 7,85,177.29	Rs. 7,852.00	03 (Three) Months				
4	DNITNo-74/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 5,12,346.45	Rs. 5,123.00	01 (One) Month				
5	DNITNo-75/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 18,92,818.89	Rs. 18,928.00	03 (Three) Months				
6	DNITNo-76/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 24,08,240.59	Rs. 24,082.00	03 (Three) Months				
7	DNITNo-77/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 24,02,641.54	Rs. 24,026.00	03 (Three) Months				
8	DNITNo-78/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 24,21,742.13	Rs. 24,217.00	03 (Three) Months				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.

Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

Executive Engineer
Sabroom Division PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura

ICA-C-3039-2021-22

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বদলে গিয়ে আরও সংক্রামক হতে পারে করোনাভাইরাস: গবেষণা

ফ্লোরিডার একদল গবেষক মনে করছেন, তারা দেখাতে পেরেছেন যে নতুন করোনাভাইরাস এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যাতে এটি আরও সহজে মানুষকে সংক্রমিত করতে পারে।সিএনএন জানিয়েছে, ভাইরাসের এই পরিবর্তন মহামারীর গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে কিনা তা দেখতে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।তবে গবেষণাটির সঙ্গে জড়িত নন এমন একজন বিজ্ঞানী বলছেন, সম্ভবত ভাইরাসটি পরিবর্তিত হয়েছে, যা ব্যাখ্যা করে যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকায় কেন এত সংক্রমণ ঘটেছে।বিজ্ঞানীরা ভাইরাসটির পরিবর্তিত হওয়া নিয়ে অনেক আগে থেকেই আশঙ্কা করছিলেন।ফ্লোরিডার স্ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকরা জানান, মিউটেশনটি ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে প্রভাবিত করে। এটি ভাইরাসটির বাইরের একটি কাঠামো, যা এটি মানব কোষে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করে। যদি গবেষণার ফলগুলো নিশ্চিত হয় তবে বলা যাবে, প্রথমবারের মতো কেউ দেখাতে পেরেছে যে ভাইরাসের পরিবর্তনগুলি মহামারীটির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়া স্ক্রিপস রিসার্চের ভাইরোলজিস্ট হেইরিয়ুন চো এক বিবৃতিতে বলেন, ‘‘গবেষণাগারে সেল কালচার সিস্টেমে রূপান্তরিত ভাইরাসগুলি অপরিবর্তিত ভাইরাসের চেয়ে বেশি সংক্রামক ছিল।’’

কয়েকদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দাবি করে, নতুন করোনাভাইরাসটিতে এখন পর্যন্ত দেখা মিউটেশনগুলি উন্নয়নের পর্যায়ে থাকা ভ্যাকসিনগুলোর কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলবে না। আর গত সপ্তাহে তারা বলেছিল, রূপান্তরের কারণে ভাইরাস আরও সংক্রমণযোগ্য হয় না এবং মারাত্মক অসুস্থতার সম্ভাবনাও বাড়ায় না।

চো এবং সহকর্মীরা গবেষণাগারে একাধিক পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন ‘ডি৬১৪জি’ নামের একটি মিউটেশন ভাইরাসটিকে আরও অনেক স্পাইক দেয় এবং সেই স্পাইকগুলিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে। এর ফলে এটি কোষগুলিতে আরও সহজে ঢুকতে পারে।

গবেষকরা তাদের ফলগুলো বায়োআরক্সিভ নামে একটি প্রিপ্রিন্ট সার্ভারে পোস্ট করবেন। এর মানে এই ক্ষেত্রের অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা গবেষণাটি এখনও পর্যালোচনা করেননি।তবে চো এবং তার সহকর্মীরা তাদের কাগজপত্র একজন বায়োলজিস্ট, বায়োটেকনোলজির উদ্যোক্তা ও অ্যাক্সেস হেলথ ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান উইলিয়াম হ্যাসলটাইনকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি মনে করছেন, এই গবেষণার ফলই ব্যাখ্যা করে পুরো আমেরিকা জুড়ে করোনভাইরাস কীভাবে সহজে ছড়িয়ে গেল।

হ্যাসেলটাইন সিএনএনকে বলেন, “এটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি দেখায় যে ভাইরাসটি পরিবর্তিত হতে পারে, যা এটির জন্য সুবিধাজনক কিন্তু সম্ভবত আমাদের জন্য অসুবিধার। এখন পর্যন্ত এটি মানব সংস্কৃতির সাথে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।’’ ‘‘জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে একটি পরিবর্তন ঘটেছিল, যা ভাইরাসটিকে আরও সংক্রামক করে তোলে। এর অর্থ এই নয় যে এটি আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে। তবে এটি ভাইরাসটিকে প্রায় ১০ গুণ বেশি সংক্রামক করে তোলে।’’অন্যান্য গবেষকরাও কিন্তু এ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। গত এপ্রিলে লস অ্যালামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির বেটি কর্বার ও তার সহকর্মীরা ডি৬১৪জি রূপান্তরকে ‘‘জরুরি উদ্বেগের’’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।‘‘এটি ইউরোপে ফেব্রুয়ারির শুরুতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। নতুন অঞ্চলে এটি ছড়ানোর পর এটাই প্রভাবশালী রূপে পরিণত হয়।’’ডি৬১৪জি রূপান্তরটিই বর্তমানে ভাইরাসটির সবচেয়ে সাধারণ রূপ কিনা তা প্রমাণে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল যা স্ক্রিপসের গবেষকরা করেছেন।ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমিত হলে, তারা কোষগুলোর দখল নিয়ে কারখানা বানিয়ে অনুলিপির পর অনুলিপি তৈরি করে। তবে এটি করতে প্রথমে তাদের অবশ্যই কোষগুলিতে ঢোকার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।হ্যাসলটাইন জানান, স্ক্রিপসের গবেষকরা এটা তিনটি আলাদা পরীক্ষায় দেখিয়েছেন। রূপান্তরটির ফলে ভাইরাস আরও সহজে কোষগুলিতে সংযুক্ত হতে এবং কোষের ভেতর প্রবেশ করতে পারে।হ্যাসলটাইন জানান এর প্রভাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ, “এর অর্থ হলো, ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।’’“ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণে আমরা যা কিছু করি না কেন, এটি প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমরা ওষুধ তৈরি করলে এটি প্রতিরোধ করতে চাইবে। আমরা একটি ভ্যাকসিন তৈরি করলে, এটি তা এড়িয়ে যেতে চাইবে। আর আমরা বাড়িতে বসে থাকলে এটি বের করার চেষ্টা করবে কীভাবে আরও দীর্ঘসময় টিকে থাকা যায়।’’

উদ্বেগ বা হতাশা কমাতে প্রয়োজন কাজ থেকে বিরতি

কাজের চাপে আমরা নিজের মনের প্রতিযত্নশীল হতে ভুলে যাই।

তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কাজের আগে মনের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া জরুরি।

ক্যালিফোর্নিয়ার মানসিক এবং আচরণগত স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র ‘এএমএফএম হেল কেয়ার’য়ের প্রধান মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ ডা. মেঘান মার্কাম বলেন, ‘‘মানসিক স্বাস্থ্যের দিনগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা সামগ্রিক শারীরিক সুস্থতার জন্য অত্যাবশ্যক।’’

পিওরওয়াও ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি অবহেলা করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি আরও বলেন, ‘‘এর ফলাফল খারাপ হতে পারে। যখন আমরা মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেই এবং কাজের ছুটি নেই তখন তা আমাদের মন ভালো রাখার পাশাপাশি কাজের মানও বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মন মেজাজ ভালো রাখে। ব্যস্ত এই পৃথিবীতে নিজের মনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।’’

ডা. মার্কামের মতে, অনেকেই মানসিক যত্নের জন্য ছুটি নেওয়া বা কাজ বাদ দেওয়াকে দুর্বলতা বলে মনে করেন বা অপরাধবোধে ভুগেন। কিন্তু এর থেকে যদি মানসিক শান্তি পাওয়া যায় ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা যায় তাহলে দোষের কিছু নেই।

অনেক কাজই মানসিক স্বাস্থ্য বান্ধব। সেক্ষেত্রে মানসিক যত্ন নেওয়া সহজ। তাছাড়া অফিস থেকে সত্যি কথা বলেই ছুটি নেওয়া যায়।

এমন ক্ষেত্রে নিজের মনের প্রতি যত্নশীল হওয়া সম্ভব। কারণ সুখী কর্মী মানেই উৎপাদনশীল কর্মী।

তবে সব অফিসের চিত্র এক রকম নয়। সেক্ষেত্রে নিচের পরামর্শগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

এক্ষেত্রে দিনটি কীভাবে কাটানো যেতে পারে সে সম্পর্কে মার্কাম বলেন, “মন ভালো থাকে এমন কাজ করা যেতে পারে। যেমন- বেড়াতে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে ফোনালাপ বা বাইরে সময় কাটানো, সুযোগ থাকলে ড্রাইভে যাওয়া ইত্যাদি।”

আর যেসব বিষয় মানসিক চাপ বাড়ায় যেমন- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার, কাজের মেইল দেখা, বিতর্কিত কথোপকথন ইত্যাদি না করাই উচিত।

ডাক্তার কেন মুখ লুকাবে?

সেদিন সকালে একজন পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, যিনি এই করোনাকালে সামনের সারি থেকে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল তিনি খুবই আপসেট হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর তিনি এর কারণ জানালেন। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী কাউকে জানাননি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি একা একটি ঘরে আইসোলেশনে আছেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখেন, ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেন যেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি টের না পায় যে তাঁদের বাবা বাসায় আছে। টের পেলে তাঁদের কাছে আসা থেকে আটকে রাখা অনেক কষ্টের হবে। আলাপের শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কাউকে এই সংবাদটি না জানাই। না জানানোর কারণটিও বললেন আমাকে। সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার ভয়। পত্রিকার খবর বলছে, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একজন ডাক্তার তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যসহ করোনা পজিটিভ হওয়ায় এলাকার লোকজন বাড়িতে ঢিল ছুড়েছে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি ভাবতে বসেছি, করোনায় আক্রান্ত ডাক্তার কেন মুখ লুকাবেন!

১. বারবার ঘরে থাকতে বলার পরেও যিনি অকারণে বাইরে গিয়েছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ছুটে গিয়েছেন, জানাজায় শামিল হয়েছেন, বাজারের ভিড়-জনসমাগমে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি রোগের উপসর্গ লুকিয়ে, তথ্য গোপন করে ডাক্তারকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, তাঁর উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

২. নিজেরা সুরক্ষিত স্থানে বসে থেকে সরকারি যে কর্তৃপক্ষ, যে প্রতিষ্ঠান মানহীন মাস্ক সরবরাহ করেছে; ফটোসেশন করার জন্য, সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়ার জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেইনকোট কোয়ালিটির পিপিই সরবরাহ করে ডাক্তারদের মিথ্যা নিরাপত্তা দিয়ে করোনার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

৩. যেসব কি-বোর্ড যোদ্ধা ‘পিপিই’—এর দরকার কী?’ ‘পিপিই আর কিছু না, ডাক্তারদের কাজ না করার বাহানা’ বলে বলে ডাক্তারদের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি করেছেন সুরক্ষা ছাড়াই সেবা দিয়ে যেতে এবং আক্রান্ত হতে, তাঁদেরই তো উচিত লজ্জিত হওয়া।

৪. চিকিৎসকেরা যখন পিপিইর অভাবে চরম ঝুঁকি নিয়ে রোগী দেখছেন, তখন যাঁরা ক্ষমতার জোরে পিপিইগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরে ফটোসেশন করেছেন, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৫. দায়িত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে থাকে যাঁরা আশ্বস্ত করার নামে বারবার ‘প্রস্তুত আছি’ রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন করোনা কখনো বাংলাদেশে আসবে না, বেশি তাপমাত্রায় করোনা বাঁচে না, যাঁদের দেওয়া ভুল তথ্য চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৬. যে হাসপাতাল প্রশাসন কোভিড রোগীকে আলাদা করার জন্য হাসপাতালে ট্রিয়াজ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ডাক্তারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রোগীদের সামনে ফেলেছেন, সেই হাসপাতাল প্রশাসনের উচিত লজ্জিত হওয়া।

৭. করোনা ঠেকাতে ‘টেস্ট টেস্ট টেস্ট’—এর যেখানে বিকল্প নেই, সেখানে টেস্ট করার সুযোগ সারা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আটকে রাখার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যাঁরা নিয়েছিলেন, লজ্জিত হওয়ার কথা তাঁদের।

৮. রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিদেশ থেকে আসা ফ্লাইট, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, মুখ লুকানোর কথা তাঁদের।

৯. বিশ্বের কোনো দেশেরই যে রোগ থেকে চিকিৎসার মাধ্যমে লোকজনকে সারিয়ে তোলার সামর্থ্য নেই, সেই কোভিড—১৯—কে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঠেকানোর চেষ্টা না করে যেসব নীতিনির্ধারক সমস্ত চাপ সামর্থ্যহীন হাসপাতালের দিকে ঠেলেছেন, ডাক্তারদের শুধু অসহায়ই করে তুলেছেন, তাঁদের উচিত এই সময়ে মুখ লুকানো।

১০. ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যেসব যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ‘কোয়ারেন্টিন’, ‘আইসোলেশন’, ‘সামাজিক দূরত্ব’—এর মতো দুর্বোধ্য শব্দমালা ব্যবহার করে কোভিড বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অপ্রস্তুত, সিদ্ধান্তহীন করেছেন, পরোক্ষভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে হাসপাতালে চিকিৎসককে চাপে ফেলেছেন, মুখ লুকানোর দলে তো তাঁদের থাকা উচিত।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কেউই মুখ লুকিয়ে নেই। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিকিৎসকদের ভুল ধরে বেড়াচ্ছেন, সেজেগুজে নিয়মিত টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন। লজ্জার লেশমাত্র নেই তাঁদের কারও চেহারায়। কোভিড—১৯—এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় সামনের সারিতে থাকা চিকিৎসক, আপনি তো হাসপাতালগুলোয় সীমাহীন লুটপাটের অংশীদার নন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার দায় কোনোভাবেই আপনার ঘাড়ে পড়ে না। কোভিড—১৯ রোগীর সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আপনি কেন মুখ লুকাবেন?

চায়ের সঙ্গে টা ছোলা—চাট

উপকরণ : আলু সেদ্ধ করে টুকরা করে নেওয়া ১ কাপ, ছোলা ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিয়ে সেদ্ধ করে নেওয়া ২ কাপ, টমেটোকুচি স্বাদমতো, শসাকুচি স্বাদমতো, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ ছোট কিউব আধা কাপ, কাঁচা মরিচ পছন্দমতো, টালা মরিচের গুঁড়া স্বাদমতো, লবণ স্বাদমতো, ঝুরি ভাজা সাজানোর জন্য, তেঁতুলের সস পরিমাণমতো, টক দইয়ের সস ও সবুজ সস।তেঁতুলের সস বানাতে: তেঁতুলের পাতলা মাড় ১ কাপ, আখের গুড় ২ টেবিল চামচ, ভাজা ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা পাঁচফোড়নগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, শুকনা মরিচ ফাঁকি আধা চা-চামচ (কমবেশি করা যাবে), লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

একটি প্যানে সব একসঙ্গে দিয়ে একটা বলক তুলে নামিয়ে নেবেন।

টক দইয়ের সস বানাতে উপকরণ: টক দই আধা কাপ, টালা জিরাগুঁড়া সিকি চা-চামচ, ভাজা ধনেগুঁড়া সিকি চা-চামচ, চাট মসলা আধা চা-চামচ, বিট লবণ সিকি চা-চামচ ও চিনি ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি

সব একসঙ্গে ভালো করে ফেটে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে টক দইয়ের সস।সবুজ সস তৈরির উপকরণ: কাঁচা মরিচকুচি ৪-৫টি, পুদিনাপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি সব একসঙ্গে বিট করে নিতে হবে।

ছোলা—চাট তৈরির প্রণালি: এক এক করে সব সস তৈরি করে নিন। এবার পরিবেশনের পাত্রে ওপরের সব উপকরণ নিয়ে মেশাতে হবে। ওপরের সব সস ও ঝুরি ভাজা দিয়ে সাজিয়ে ছোলা—চাট পরিবেশন করুন।

৬মিষ্টি চিড়া ভাজা

উপকরণ: সাদা চিড়া দেড় কাপ, নারকেল (স্লাইস করে কাটা) আধা কাপ, আখের গুড় আধা কাপ, কাজুবাদাম ও চিনাবাদাম ভাজা আধা কাপ, ভাজা শুকনা মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ ও তেল পরিমাণমতো (ডুবো তেলে ভাজার জন্য)।

প্রণালি: প্রথমে চিড়া ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। কড়াইতে তেল দিন, তেল গরম হলে অল্প করে চিড়া দিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। নারকেল টুকরা অন্য একটি কড়াইতে টেলে নিতে হবে। এবার নারকেল নামিয়ে ওই কড়াইতেই এক টেবিল চামচ পানি দিয়ে দিন। গুড় গলিয়ে ঘন শিরায় মরিচগুঁড়া ও ঘি দিয়ে দিন। এবার নারকেল দিয়ে একে একে অন্য সব উপকরণ দিয়ে দিন। ঘন ঘন নাড়ুন। শিরা মাখো মাখো হয়ে এলে নামিয়ে নিতে হবে।

৬.৬মুগ ডাল ভাজা

উপকরণ: কাঁচা মুগ ডাল ১ কাপ, বেকিং সোডা আধা চা-চামচ, ডুবো তেলে ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো, বিট লবণ সামান্য, লবণ স্বাদমতো, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া।

প্রণালি: বাটিতে মুগ ডাল নিয়ে এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা বা সম্ভব হলে আরও বেশি সময় বেকিং সোডার সঙ্গে ভিজিয়ে রাখুন। যাতে ডাল ভিজে ফুলে ওঠে। এবার ডালগুলো ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। ডাল ধোয়া হলে পানি ঝরিয়ে নিন। ডালগুলো একটি ট্রেতে ছড়িয়ে কিচেন টিস্যু দিয়ে চেপে চেপে পানি শুকিয়ে নিন। দরকার হলে ফ্যানের নিচে ছড়িয়ে শুকিয়ে নিন।

এবার একটি কড়াইতে বেশি করে তেল দিয়ে তেল গরম করে ডাল দিয়ে ঘন ঘন দ্রুত হাতে নেড়ে ভাজুন। ডাল ঠিকমতো ভাজা হয়েছে কিনা, বোঝার জন্য বুদবুদের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যখন তেলে বুদবুদ কম উঠবে তখন বুঝতে হবে ভাজা হয়ে গেছে। ডালগুলো যখন ভাজতে থাকবেন তখন একটা প্যানের ওপর বড় ছাঁকনি বসিয়ে রাখবেন। ডাল ভাজা হয়ে গেলে সরাসরি ছাঁকনির ডালগুলো ঢেলে নিয়ে তেল ঝরিয়ে নিন। এবার একটি প্লেটে টিস্যু পেপার বিছিয়ে ওপরে ভেজে নেওয়া ডালগুলো রাখুন, যাতে অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। ভেজে নেওয়া ডালগুলোতে এবার মসলা মাখিয়ে নিন ভালো করে। বাতাস যাবে না এমন একটি কৌটায় ভরে রাখুন এবং বিকেলের চায়ের আড্ডায় পরিবেশন করুন।

৬.৪পটেটো ওয়েজেস

উপকরণ: বড় আলু (তিন কোনা করে কাটা) ৫—৬টি, দুধ ১ কাপ, ডিম ১টি, ময়দা ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, মিক্সড হার্বস আধা চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স আধা চা-চামচ ও ডুবো তেলে ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি: আলু তিন কোনা আকৃতিতে লম্বা লম্বা করে কেটে ধুয়ে সামান্য লবণ দিয়ে পানিতে আধা সেদ্ধ করে নিন। একটি বাটিতে ডিম ফেটিয়ে তাতে দুধ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর আলুর টুকরাগুলো ঠান্ডা করে ডিমের মিশ্রণে মাখিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে ময়দা,কর্নফ্লাওয়ার, মরিচগুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, মিক্সড হার্বস, চিলি ফ্লেক্স একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার দুধের মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখা আলুগুলো তুলে একটা একটা করে শুকনা ময়দায় ভালো করে গড়িয়ে তুলে রাখুন। অনেকটা তেল গরম করে মাঝারি আঁচে ওয়েজেসগুলো ভেজে তুলুন অথবা ইলেকট্রিক ওভেনে ২০০ ডিগ্রি প্রি হিটে ২০ মিনিট বেক করুন। সস দিয়ে গরম—গরম পরিবেশন করুন।

৬.৫মুরগির পপকর্ন

ম্যারিনেশনের জন্য উপকরণ: মুরগির বুক (ছোট কিউব কাট) ২ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, লাল মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ ও বাটার মিল্ক (১ কাপ দুধে ১ টেবিল চামচ ভিনেগার/লেবুর রস ৫ মিনিট রাখুন)।

শুকনা উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, মেশানো হার্ব ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, তেল (ডুবো তেলে ভাজার জন্য) পরিমাণমতো।

প্রণালি: একটি পাত্রে ম্যারিনেশনের সব গুঁড়ামসলা একসঙ্গে মুরগির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এভাবে রেখে দিন ১ ঘণ্টা। এবার ম্যারিনেট করা মুরগিতে বাটার মিল্ক দিয়ে আরও ১ ঘণ্টা রেখে দিন। একটি ছড়ানো পাত্রে ময়দাসহ সব শুকনা উপকরণ মিশিয়ে নিন। মুরগির টুকরাগুলো শুকনা ময়দায় ভালো করে মিশিয়ে তুলে রাখুন। কড়াইতে অনেকটা তেল গরম করতে দিন। তেল গরম হলে ময়দায় গড়ানো মুরগিগুলো মাঝারি আঁচে ভেজে তুলে পছন্দমতো সস দিয়ে গরম—গরম পরিবেশন করুন।

লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রিজার্ভে উচ্ছেদ অভিযান, বেদখলমুক্ত আরও ২৬ হেক্টর বনভূমি

লোয়াইরপোয়া (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রিজার্ভে ফের উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে বেদখলমুক্ত করা হয়েছে আরও ২৬ হেক্টর বনভূমি। আদালতের নির্দেশে এবং রাজ্য সরকারের তৎপরতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রেখেছে বন বিভাগ। ওই অভিযানের অঙ্গস্বরূপ করিমগঞ্জের ডিএফও বসন্থন বি (আইএফএস)-এর কড়া অবস্থানে জেলার প্রতিটি ফরেস্ট রেঞ্জ এলাকায় রুটিন মাফিক উচ্ছেদ অভিযান চলছে। ফলে গত কয়মাসে পাথারকান্দি, দোহালিয়া, চেরাগি ও লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জে কর্মরত বনকর্মীরা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন অবৈধ অসংখ্যজ সুপারি ও রবার বাগান এবং প্রায় চার শতাধিক ফিশারি। বন বিভাগের এই উচ্ছেদ অভিযানকে শুরু থেকেই সাধুবাদ জানিয়ে আসছেন এলাকার পরিবেশপ্রেমীরা।

গত শনি, রবি এবং আজ সোমবার তিনদিনের উচ্ছেদ অভিযানে প্রায় ২৬ হেক্টর বনভূমিকে বেদখলমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে লোয়াইরপোয়া বন বিভাগ। এই উচ্ছেদ অভিযান প্রসঙ্গে স্থানীয় রেঞ্জার গৌতম তিমুং জানান, ডিএফও-র নির্দেশে কয়েক দিন পর পর দলবল নিয়ে এলাকার বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে তাদের রুটিন মাফিক উচ্ছেদ অভিযান চলছে। প্রতিটি অভিযানে ফরেস্ট প্রটেকশন টিম, আধা সামরিক বাহিনী এবং বন কর্মীদের কাজে লাগানো হচ্ছে। গত তিন দিনে স্থানীয় বাদশাহি রিজার্ভের শ্রীদুম, জারুলদুম, ছাগলমোয়া, বৈছা ও বড়থল এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে ছয়টি অবৈধভাবে নির্মিত ফিশারির বাঁধ কেটে জল বের করে প্রায় ২৪ হেক্টর এবং লাগোয়া দুটি অবৈধ সুপারি বাগান কেটে প্রায় দুই হেক্টর বনভূমি জবরদখলমুক্ত করা হয়েছে। রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার তিমুং বলেন, যতদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পুরো সরকারি জমি বেদখল মুক্ত হবে না ততদিন তাঁদের রুটিন মাফিক উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চাঁচলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত তিনটি বাড়ি

চাঁচল, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : মালদার চাঁচল-১ ব্লকের অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কনুয়া গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল তিনটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার।

জানা গেছে, আগুনে ধান, চাল, আসবাবপত্র সহ পুড়ে ছাই হয়ে যায় তিনটি বাড়ির মূল্যবান নথিও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন চাঁচলের দমকল কর্মীরা। তবে তার আগেই স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলেন। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তবে কেউ বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে থাকতে পারে প্রাথমিকভাবে অনুমান। গত বছর জুতো সেলাই করে উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করে তাক লাগিয়েছিলেন কনুয়ার সঞ্জয় রবিদাস। তাঁর বাড়ি সহ আরও দুটো বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। চাঁচল-১ ব্লকের বিডিও সমীরণ ভট্টাচার্য জানান, যাঁদের বাড়িঘর পুড়ে গিয়েছে তাঁরা সাহায্যের জন্য আবেদন করলে তা খতিয়ে দেখে ব্লকের ত্রাণ তহবিল থেকে সবরকম সাহায্য করা হবে।

ঠান্ডায় কালিম্পংকে হারিয়ে দিল শ্রীনিকেতন

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তুরে হাওয়ায় শীতে কাঁপছে রায়ের উত্তর থেকে দক্ষিণ। মরশুমের শীতলতম দিন রাজ্যে। সোমবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে গেল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এক ধাক্কায় অনেকটাই কমেছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও। তবে শহরের থেকেও জেলাগুলিতে শীতের প্রভাব অনেকটাই বেশি। অবাক করার বিষয় বীরভূমের শ্রীনিকেতনের পারদ নামল কালিম্পংয়ের চেয়েও নীচে। শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রা ৭.১। কালিম্পংয়ের তাপমাত্রা আজ ৭.৫ ডিগ্রি। বছর শেষের মুখে ঠান্ডায় জরজর পুরুলিয়া। সোমবার পুরুলিয়ার তাপমাত্রা ৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল এই জেলার তাপমাত্রা ছিল ৮.৪ ডিগ্রি। শীতের জমাটি ইনিংস শুরু বাঁকুড়ায়। সপ্তাহের শুরুতে একধাক্কায় ৩ ডিগ্রি কমে বাঁকুড়ার তাপমাত্রা পৌঁছল ৮.৯ ডিগ্রির ঘরে। বীরভূমেও একধাক্কায় ৩ ডিগ্রি নামল তাপমাত্রার পারদ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতের আমেজে মজে বীরভূমের শান্তিনিকেতন, কোপাই, সোনাঝুরির খোয়াই, কঙ্কালীতলা মন্দিরে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। অবাক করার বিষয় বীরভূমের শ্রীনিকেতনের পারদ নামল কালিম্পংয়ের চেয়েও নীচে। শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রা ৭.১।

আসানসোলে তাপমাত্রা নামল ৯.৫ ডিগ্রিতে। সৈকত শহর দিঘার তাপমাত্রা ৯.৬। দুই মেদিনীপুর ও কলাইকুণ্ডাতে সকালের তাপমাত্রা ছিল ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের শহর শিলিগুড়িও শীতে কাঁপছে। আজ সেখানে পারদ নামল ৮.৬ ডিগ্রিতে। আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় আজ শিলিগুড়ি থেকে স্পষ্ট দৃশ্যমান হল ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। পাহাড়ের রানি দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা ৩.৫ ডিগ্রি। কালিম্পংয়ের তাপমাত্রা আজ ৭.৫ ডিগ্রি। অন্যদিকে, বরফের চাদরে মুখ ঢেকেছে হিমাচল প্রদেশ। সিমলার নারকান্দা, সোলাং নালায় পারদ নেমেছে হিমাঙ্কের নীচে। মানালি, ভরমৌরে টানা তুষারপাত। কাশ্মীর-লাদাখে তাপমাত্রা শূন্যের নীচে। দিল্লি-পঞ্জাবে শুরু শৈত্যপ্রবাহ। উত্তরাখণ্ডে শৈত্যপ্রবাহের জেরে হলুদ সতর্কতা জারি। আজ কলকাতার সকাল ধরা পড়ল শীতের আমেজে। ময়দানের মাঠে বঙ্গবাসীর শীত উপভোগ ধরা পড়ল ক্যামেরায়। রংবেরঙের শীতের পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে চায়ে চুমুক, আর মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে ফটোশ্যুটে মেতে উঠেছে শহরবাসী।

শুভেন্দু অধিকারীর তৃণমূল ছাড়ার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে মিষ্টি বিলি

কাঁথি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : তৃণমূল ছাড়ার এক বছর পূর্ণ হল শুভেন্দু অধিকারীর। বিজেপিতে যোগদানকে কটাক্ষ করে সোমবারও পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে মিষ্টি বিলি করলেন তৃণমূল কর্মীরা। নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির কাছে কাঁথির ক্যানাল পাড়ে এই কর্মসূচিতে ছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরি, তাঁর পুত্র যুব তৃণমূলের কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি-সহ কাঁথির তৃণমূল নেতারা। প্রকৃতপক্ষে এই বর্ষপূর্তি ছিল রবিবার। কিন্তু আগেই দলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল, ভোটের জন্য বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান হবে সোমবার। সেই অনুযায়ী এদিন বড়সড় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে তৃণমূল। বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী হন শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমানে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুবাবু। তাঁর দলে যোগদানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গতকাল কাঁথিতে মিছিলের আয়োজন করে বিজেপি। সেই মিছিলে লোকই হয়নি বলে তৃণমূলের দাবি। এই নিয়ে বিজেপির প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। বিধানসভা ভোটের কয়েকমাস আগে, ২০২০-র ১৯ ডিসেম্বর অমিত শাহর উপস্থিতিতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এদিন বলা হয়, গৃহশত্রু বিদায়, আপদ বিদায়ের বার্তা দিতেই এই কর্মসূচী। গৃহশত্রুদের সম্পর্কে দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়াই এর লক্ষ্য। উল্লেখ্য, গত বছর দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর মন্ত্রীপদ ও বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপর মেদিনীপুরে অমিত শাহর সভায় গিয়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন তিনি। প্রথম সভাতেই শুভেন্দু তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছিলেন।

রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়েছেন নিশ্চিন্দার নিখোঁজ ২ গৃহবধূর রহস্যের কিনারা পুলিশের

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : নিশ্চিন্দার আনন্দনগরের দুই গৃহবধূ এবং সাত বছরের শিশুর নিখোঁজ রহস্যের কিনারা করল পুলিশ। গত সপ্তাহে বুধবার কেনাকাটা করতে বেরিয়ে তাঁরা নিখোঁজ হয়েছিলেন। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পাঁচ দিন পর নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ জানতে পারল, ওই দিনই মুর্শিদাবাদে দুই পরিচিতের কাছে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা। ওই দুই পরিচিত সম্পর্কে তাঁদের 'প্রেমিক' বলেই জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

১৫ ডিসেম্বর বেলা ১২টা নাগাদ শীতের পোশাক কেনাকাটা করতে বাড়ি থেকে বেরনোর পর থেকে আর সন্ধান মেলেনি বধূ অনন্যা কর্মকার, তাঁর জা রিয়া কর্মকার এবং রিয়ার সাত বছরের ছেলে আয়ুশ কর্মকারের। এর পরই থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করে কর্মকার পরিবার। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, নিখোঁজদের শেষ মোবাইলের টাওয়ার ছিল শ্রীরামপুরের রয় এমসি ভাদুড়ি লাহিড়ি স্ট্রিটে। যদিও সেখানে কারও হদিশ পাওয়া যায়নি। এর পর নিখোঁজদের কল লিস্টের সূত্র ধরেই মিলল সাফল্য। পুলিশ সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদে যে দুই পরিচিতের কাছে গিয়েছিলেন অনন্যা এবং রিয়া, তাঁদের নাম সুভাষ ও শেখর। মাস ছয় আগে তাঁরা নিশ্চিন্দায় কর্মকার বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে এসেছিলেন। সেই সময়ই সুভাষ ও শেখরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে অনন্যা ও রিয়ার। ধীরে ধীরে প্রণয়ের সম্পর্কও গড়ে ওঠে।

কললিস্ট খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পারে, নিখোঁজ হওয়ার দিন একটি অচেনা নম্বর থেকে বেশ কয়েক বার ফোন এসেছিল কর্মকার পরিবারের বড় বধূ অনন্যার ফোনে। ওই নম্বরটি ছিল সুভাষের। এরপরই রবিবার মুর্শিদাবাদের সুতি এলাকায় সুভাষের বাড়িতে অভিযান চালায় নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। সেখানে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, দুই গৃহবধূ মুর্শিদাবাদে আসার এক দিন পরেই তাঁরা সকলে মুম্বই চলে গিয়েছেন। আপাতত মুম্বইয়ে তাঁদের বর্তমান অবস্থান জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। বাণিজ্যনগরীতে একটি বিশেষ দলও পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে খবর।

ভোটগণনা ঘিরে কমিশনের একগুচ্ছ নির্দেশিকা

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : ভোটগণনা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় তার জন্য সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া রবিবার সুসম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার সেই নির্বাচনের ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণার পালা।

নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছে গণনাকেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি। অর্থাৎ কলকাতায় যে ১১টি গণনা কেন্দ্রে ভোট গণনা হবে, তার ২০০ মিটারের মধ্যে কোনও রকমের জমায়েত করা যাবে না। এর পাশাপাশি প্রতিটি গণনাকেন্দ্রের দায়িত্বে একজন করে এএমআরও পদমর্যাদার আধিকারিক রাখা হচ্ছে। প্রতিটি গণনাকেন্দ্রে সিসিটিভি থাকার পাশাপাশি ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় রাখা হচ্ছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে ৩ হাজার পুলিশ। থাকছে কুইক রেসপন্স টিম, ফ্লাইং স্কোয়াড ও রিজার্ভড পুলিশ ফোর্স। থাকছে ড্রোনের নজরদারির ব্যবস্থাও।

কমিশন জানিয়েছে, সকাল ৭টার মধ্যে সব প্রার্থী ও তাঁদের এজেন্টদের গণনাকেন্দ্রে চলে আসতে বলা হয়েছে। কেননা তাঁদের উপস্থিতিতেই সকাল ৭টায় স্ট্রংরুম খোলা হবে। একই সঙ্গে ওই সময়ের মধ্যেই গণনায় যুক্ত থাকবেন যে সব সরকারি কর্মী তাঁদেরকেও হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রার্থী ও তাঁদের এজেন্টদের উপস্থিতিতেই স্ট্রংরুম খুলে ইভিএম মেশিন বার করে তা টেবিলে টেবিলে গণনার জন্য পৌঁছে দেওয়া হবে। যাঁরা গণনার কাজে থাকবেন তাঁদের বলেই দেওয়া হয়েছে মোবাইল না নিয়ে আসতে। মোবাইল বা কোনওরকমের বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়ে গণনাকেন্দ্রের ভিতরে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। গণনার ভিডিওগ্রাফি অবশ্য কমিশনের তরফেই করা হবে। সংবাদমাধ্যমকে নির্দিষ্ট প্রথা মেনে চলতে হবে। তাই গণনাকেন্দ্রের বাইরে তাঁদের উপস্থিতি মেনে নেওয়া হলেও ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে করোনাবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে। সবাইকে মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে বলেও কমিশন জানিয়ে দিয়েছে।

বিজেপিগামী বিধায়ক শশীকান্ত প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিধান পরিষদীয় দলের জরুরি বৈঠক

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : রহার দলীয় বিধায়ক শশীকান্ত দাস আজ মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসকদলের প্রদেশ সভাপতির পদস্পর্শ করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আজ বিধানসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় কক্ষে বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়ার পৌরোহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ তথা জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রহার বিধায়ক শশীকান্ত দাস বিজেপিতে যোগদান করায় তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করতে সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জরুরি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। দলীয় এক সূত্রের খবর, আগামীকাল শশীকান্ত দাসের বিধায়ক পদ খারিজ করতে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির সঙ্গে দেখা করে দাবি জানাবে কংগ্রেসের পরিষদীয় দল।

দু'দিনের সফরে ফের ত্রিপুরায় যাচ্ছেন অভিষেক

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): ফের ত্রিপুরায় যাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার জানান, দু-দিনের সফরে ২ জানুয়ারি আগরতলায় পৌঁছবেন অভিষেক। ত্রিপুরায় সদ্যসমাপ্ত পুরভোটকে কেন্দ্র করে তাঁদের একাধিক নেতা-কর্মীর ওপর হামলা হয়েছে। মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে। দু-দিনের ত্রিপুরা সফরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত নেতা-কর্মীর সঙ্গে দেখা করবেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আরও কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে। তবে, সফরের বিশদ কিছু এদিন জানাননি রাজীব। জানা গেছে, বড়দিনের ছুটিতে ২৬ ডিসেম্বর গোয়া সফরে যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি ত্রিপুরায় যেতে পারেন এমনটা শোনা যাচ্ছিল। সোমবার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেকের ত্রিপুরা সফরের দিনক্ষণ নিশ্চিত করেন। তবে, গোয়া থেকেই অভিষেক ত্রিপুরায় চলে যাবেন, নাকি কলকাতায় ফিরে তারপর ত্রিপুরায় যাবেন, তা জানা যায়নি। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে জাতীয় স্তরে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যকে টার্গেট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ত্রিপুরা, গোয়া, মেঘালয় সহ একাধিক রাজ্যে কংগ্রেসের ঘর ভেঙে নিজের পায়ের নীচের জমি তৈরি করছে বাংলার শাসকদল। লোকসভা ভোটের আগে অ্যাসিড টেস্ট হিসেবে বিধানসভা ভোটেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। এ দিকে ত্রিপুরাজুড়ে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। নেতৃত্বে তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিপুরার তৃণমূল কংগ্রেসের স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান সুবল ভৌমিক সহ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

বসিরহাটে বাংলাদেশ পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় গ্রেফতার ৫

বসিরহাট, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তার পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় গ্রেফতার ৫ বাংলাদেশী। সোমবার ভোর রাতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয় ৫ অনুপ্রবেশকারী। তাদের মধ্যে রয়েছেন তিনজন পুরুষ এক মহিলা ও একজন বৃহন্নলা। এই পাঁচজনের মধ্যে আবার একজন সেদেশের দাগী আসামি। তার নাম লুৎফর রহমান। বাড়ি সাতক্ষীরার ভোমরা এলাকায়। এই লুৎফরের নামে বাংলাদেশে আগেই হুলিয়া জারি করা ছিল। দীর্ঘদিন ধরে সে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নকুয়াদহ গ্রামে জাল আধার, ভোটার কার্ড ও পাসপোর্ট বানিয়ে বাংলাদেশে যাতায়াত করতো বলে অনুমান বিএসএফের। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় খুন, ছিনতাই, রাহাজানি সহ বিভিন্ন সমাজ বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল লুৎফর। বাংলাদেশের একাধিক জেলার পুলিশের খাতায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড' হিসেবে চিহ্নিত ছিল দীর্ঘদিন ধরে। ইন্টারপোল সহ একদিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পাশাপাশি সেখানকার পুলিশ প্রশাসন খুঁজছিল তাকে। লুৎফর ছাড়া বাকি আরও এক মহিলা ও এক বৃহন্নলাকে বসিরহাট থানার ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে দুই পুরুষ বাংলাদেশীকে স্বরূপনগর থানার ভারত-বাংলাদেশ হাকিমপুর সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়। কুখ্যাত দুষ্কৃতী লুৎফর সহ মোট পাঁচ জনকে বসিরহাট থানা ও স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মালদায় বিমানবন্দরে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন বিশেষজ্ঞ দল

মালদা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : সোমবার মালদায় এসে বিমানবন্দরে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞ দল। এখনই যা পরিকাঠামো রয়েছে তাতে মালদা বিমানবন্দর থেকে ১৯ আসনের নিয়মিত উড়ান চালানো সম্ভব, এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে ৪২ বা ৯০ আসনের বিমান চালানোর জন্য মালদহ বিমানবন্দরে পরিকাঠামোগত কিছু উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে রানওয়ের দৈর্ঘ্য আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী সক্রিয় হতেই মালদা বিমানবন্দরে নিয়মিত উড়ান চালুর তৎপরতা শুরু হল। এদিনের পরিদর্শনের সংক্রান্ত রিপোর্ট বিশেষজ্ঞ দল রাজ্য সরকার এবং এয়ারপোর্ট অথরিটির ওপর মহলে জানাবেন। এরপরেই পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি কিভাবে কাটানো সম্ভব এবং কত আসনের বিমান চালানো হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে। এছাড়া নিয়মিত উড়ান চালুর মালদা বিমানবন্দরে ডিজিসিএ লাইসেন্স পেতে হবে। উল্লেখ্য, গত ৮ ডিসেম্বর মালদার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে বিমানবন্দর চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদা বিমানবন্দরে বেশ কিছু ফাঁকা জমি রয়েছে ফলে রানওয়ে আরও বাড়ানো সম্ভব বলেও বৈঠকে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এতে জেলার বিভিন্ন মহলে আগ্রহ তৈরি হয়।

এদিন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট) ধনঞ্জয় তিওয়ারির নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ দল মালদা বিমানবন্দর ঘুরে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসন এবং পূর্ত দফতরের আধিকারিকেরা।

নগাঁও জেলার মিসা নদীতে উদ্ধার ভাসমান মহিলার মৃতদেহ, তদন্তে পুলিশ

কলিয়াবর (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত কলিয়াবর বিধানসভা এলাকায় মিসা নদীতে জনৈক মহিলার ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত মহিলাকে সংলগ্ন গোলাঘাট জেলার বাদুলিপাড়ার বাসিন্দা বৃন্দা গোয়ালা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দুই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, গতকাল মিসা রিজার্ভ এলাকার বাসিন্দা জনৈক গণেশ গোয়ালার ঘরে বেড়াতে এসেছিলেন বৃন্দা। গতকাল রাতে তিনি শৌচক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নদীর তীরে গিয়েছিলেন। সে সময় কোনওভাবে তিনি নদীর জলে পড়ে তলিয়ে গিয়েছিলেন কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এদিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট জানান, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাকে খুন না আত্মহত্যা, না নিছক দুর্ঘটনা, সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে বৃন্দার মৃতদেহ নদীর জল থেকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর ঘটনা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যাবে, জানান ম্যাজিস্ট্রেট।

অসমে বেড়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম সরকার রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশনের অঙ্ক বাড়িয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, বর্তামন ২১ হাজারের বদলে এখন বর্ধিত হারে প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামী পাবেন ৩৬ হাজার টাকা করে পেনশন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বর্ধিত হারে টাকাগুলি পাবেন সেই সব পেনশনভোগী, যাঁয়া রাজ্যের ট্র্যাজারি থেকে পেনশন নিয়ে থাকেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন ২১ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এছাড়া বিনামূল্যে তাঁদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

বাবা-মায়ের উপর অভিমান, পাটনা থেকে ট্রেনে চড়ে একাই চিড়িয়াখানায় বালক

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : সোমবার আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে এক কিশোরকে ঘিরে হইচই পড়ে যায়। ছেলেটি একা চিড়িয়াখানায় ঢোকার চেষ্টা করছিল। পাটনা থেকে একা তিলোত্তমায় পা রেখেও স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল তার। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তাকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। তাকে বাড়ি ফেরানোর চেষ্টা চলছে। করোনার ধাক্কা কিছুটা হলেও সামলে উঠেছেন প্রায় সকলেই। ধীরে ধীরে কাটছে আতঙ্ক। ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে তিলোত্তমার ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। আর একবেলার ছুটি কাটানোর জন্য চিড়িয়াখানা সব সময়ই ভ্রমণপিপাসুদের সেরা গন্তব্য। নিরাপত্তারক্ষীরা ভিড় সামাল দিতে অভ্যস্ত। তাঁরা সাধারণত দেখেন, বাবা-মা কিংবা বড়দের হাত ধরেই শিশুরা চিড়িয়াখানায় ভিড় জমাচ্ছে। তারা দেখে পরনে নীল সোয়েটার এবং সবুজ রংয়ের প্যান্ট পড়া ছোট্ট এক বালককে। চিড়িয়াখানায় প্রবেশের মুখে তাকে আটকে দেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

একা কেন, সেই প্রশ্নের জবাবে বালকটি জানিয়ে দেয়, বাড়িতে বাবা-মা বকাবকি করেছিল। তাই মন ভাল নেই তার। অভিমানে পাটনা থেকে ট্রেনে চড়ে বসে। পৌঁছয় হাওড়া স্টেশন। হতে পারে সে পাটনার বাসিন্দা, তবুও কলকাতার চিড়িয়াখানার কথা শুনেছে। মনে মনে ভেবেছিল একদিন ঘুরতে যাবে। পাটনা থেকে হাওড়ায় পৌঁছে প্রথমেই চিড়িয়াখানায় যাওয়ার কথা মনে পড়ে। পায়ে হেঁটে চিড়িয়াখানার উদ্দেশে রওনা দেয়। রাস্তায় খিদে পেয়ে যায়। খাবার চেয়েই খায়। তবে লক্ষ্যে অবিচল। পথচলতিদের জিজ্ঞাসা করে চিড়িয়াখানায় পৌঁছে যায়। ঢোকার মুখে পুলিশি বাধা। চিড়িয়াখানায় বাঘ, সিংহ আর দেখা হল না তার। রক্ষীরা সোজা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যায় তাকে। আধিকারিকরা পুরো বিষয়টি জানতে পারেন। শিশুটি সবিস্তারে পুরো ঘটনা জানায়। চিড়িয়াখানার অধিকর্তা আশিস সামন্ত এই প্রতিবেদককে জানান, "বেলা ১২টা নাগাদ রক্ষীরা ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে আসে। নাম বলে ফারহান। বলে পটনা স্টেশনের কাছে থাকি। কিন্তু ঠিকানা বলতে পারেনি। পটনায় পরিচিত একজনে ওর ভিডিও পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যাম রেডিও খবর পেয়ে যোগাযোগ করে। এর পর ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় বালককে। পাটনা পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই ওকে বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারব।" তবে বাড়ি আর ফিরতে চায়নি সে। কারণ একটাই, বাবা-মা নাকি বড্ড মারধর করে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-21/EE/RDUD/G/2021-22 DATED-17/12/2021

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to **15.00 Hrs on 30/12/2021** for the following work-

1: Construction of Gram panchayet/VC Office Building convergence with MGNREGA at Jaingbari GP/VC under Killa R.D.Block during the year 2021-22.

2. Construction of RCC Double Box cell (10.55 mtr span) near the house of Jayanta Kumar Jamatia over Samuk Chara at Mangal Hari Para under Raiyabari VC under Killa R.D.Block

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. L. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

ICA-C-3037-2021-22

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Udaipur Municipal Council, the undersigned hereby invites the sealed Quotation(s) in prescribed format, from the reputed & Authorized Dealers / Agency having valid Registration Certificate, Pollution clearance certificate, fitness certificate etc. for hiring 1 (one) Nc. Mahindro Scorpio / commercial vehicle (latest model) for the use of the Hon'hle Chairperson of the Udaipur Municipal Council, Udaipur, Gomoti District, Tripura in connection with smooth running of Official works during the Financial Year, 2021-22 & 2022-23. The details of vehicles, prescribed format of the quotation and other terms & condition of the quotation including D-Call Amount can be seen from the Notice Board of Office of the Udaipur Municipal Council, Udaipur, Gomati District. If any bidders are interested, he/ she may collect the prescribed format form from vehicle section of this Office at cost of Tender form Rs. 1,000/- only.

The interested bidders are hereby requested to submit their Quotation document as per prescribed Format in gala sealed Kham / Envelop by indicating the price in words & figure along with necessary documents and dropped in the Tender Box of the Office of the undersigned **by 24th December, 2021 up to 3.00 PM** except Govt. Holiday. The same will be opened on 24th December, 2021 up to 4.00 PM_in presence of authorized bidders or representative of the bidders it possible.

(A. Roy)
Chief Executive Officer
Udaipur Municiple Council
Udaipur, Gomati District, Tripura

ICA-C-3033-2021-22

PNIeT No: 34/EE/CCD/PWD/2021-22, Dated. 17-12-2021

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender (Single Bid) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 07/01/2022** for the work. **Annual maintenance of the High Court of Tripura Complex under Capital Complex Division, P.W.D. during the year 2021-2022.** For Details visit website **https://tripuratenders.gov.in.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeT No: 29/DNIT/EE/CCD/PWD/2021-22
Estimated Cost: ₹23,35,316.00, Earnest Money: ₹23,353.00 and Time for completion: 365 days

(Er. P.P. Ghosh Adhikari)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(R&B),
Kunjaban Extensio,Agartala, Tripura(W)

ICA-C-3041/2021-21

PNIe-T No-20/EE/KCP/2021-2022, Dated, the, 02/12/2021

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invited tender from the eligible bidders upto 15:00 hours on **24/12/2021** for 3(Three) Nos. Work against **DNIe-T No-T/34/SE(I)/KGT/2021-2022, No-T/34/SE(I)/KGT/2021-2022 and No-T/34/SE(I)/KGT/2021-2022 of PNIe-T No-20/EE/KCP/2021-2022, Dated, the 02/12/2021 and circulated vide Memo No F.8(11)/EE/KCP/2021-2022/5614-82, Dated, 02/12/2021.** For details visit https://tripuratenders.gov.in for contract at Mobile No-**8974460076** for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

(Er. Ritan Khisa)
Executive Engineer
Kanchanpur Division, PWD(R&B)
Kanchanpur, North Tripura.

ICA-C-3047/2021-21

লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রিজার্ভে উচ্ছেদ অভিযান বেদখলমুক্ত আরও ২৬ হেক্টর বনভূমি

লোয়াইরপোয়া (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রিজার্ভে ফের উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে বেদখলমুক্ত করা হয়েছে আরও ২৬ হেক্টর বনভূমি। আদালতের নির্দেশে এবং রাজ্য সরকারের তৎপরতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রেখেছে বন বিভাগ। ওই অভিযানের অঙ্গস্বরূপ করিমগঞ্জের ডিএফও বসন্থন বি (আইএফএস)-এর কড়া অবস্থানে জেলার প্রতিটি ফরেস্ট রেঞ্জ এলাকায় রুটিন মাফিক উচ্ছেদ অভিযান চলছে। ফলে গত কয়মাসে পাথারকান্দি, দোহালিয়া, চেরাগি ও লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জে কর্মরত বনকর্মীরা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন অবৈধ অসংখ্যজ সুপারি ও রবার বাগান এবং প্রায় চার শতাধিক ফিশারি। বন বিভাগের এই উচ্ছেদ অভিযানকে শুরু থেকেই সাধুবাদ জানিয়ে আসছেন এলাকার পরিবেশপ্রেমীরা।

গত শনি, রবি এবং আজ সোমবার তিনদিনের উচ্ছেদ অভিযানে প্রায় ২৬ হেক্টর বনভূমিকে বেদখলমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে লোয়াইরপোয়া বন বিভাগ। এই উচ্ছেদ অভিযান প্রসঙ্গে স্থানীয় রেঞ্জার গৌতম তিমুং জানান, ডিএফও-র নির্দেশে কয়েক দিন পর পর দলবল নিয়ে এলাকার বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবেধ দখলদারদের বিরুদ্ধে তাদের রুটিন মাফিক উচ্ছেদ অভিযান চলছে। প্রতিটি অভিযানে ফরেস্ট প্রটেকশন টিম, আধা সামরিক বাহিনী এবং বন কর্মীদের কাজে লাগানো হচ্ছে। গত তিন দিনে স্থানীয় বাদশাহি রিজার্ভের শ্রীদুম, জারুলদুম, ছাগলমোয়া, বৈছা ও বড়থল এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে ছয়টি অবৈধভাবে নির্মিত ফিশারির বাঁধ কেটে জল বের করে প্রায় ২৪ হেক্টর এবং লাগোয়া দুটি অবৈধ সুপারি বাগান কেটে প্রায় দুই হেক্টর বনভূমি জবরদখলমুক্ত করা হয়েছে।

রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার তিমুং বলেন, যতদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পুরো সরকারি জমি বেদখল মুক্ত হবে না ততদিন তাঁদের রুটিন মাফিক উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এনএমসি-র গাইডলাইন মেনে প্রস্তাবিত করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)-এর নির্ধারিত গাইডলাইন মেনেই প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ করিমগঞ্জে স্থাপন করতে হবে। করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হবে, এই ঘোষণাটিও মুখ্যমন্ত্রীকে স্বয়ং করতে হবে। করিমগঞ্জ শহরের চারটি সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণ এই দাবি জানিয়ে সোমবার ধরনা কর্মসূচি পালন করেছেন।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে তাঁদের স্লোগানে এলাকার আকাশ-বাতাস সরগরম হয়ে ওঠে। শহরের মেইন রোডে অবস্থিত অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় চারটি সংগঠনের সম্মিলিত ধরনায় এনএমসি-র নিয়ম অনুযায়ী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জোরালো দাবি জানানো হয়।

করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ দাবি বাস্তবায়ন সমিতি, গণ-অধিকার মঞ্চ, মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি ও করিমগঞ্জ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টসঅ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা এবং কয়েকজন প্রবীণ নাগরিক আজকের ধরনা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

সংগঠনের কর্মকর্তারা দাবি জানান, ২০১২ সাল থেকে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের যে প্রক্রিয়া চলছে তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া গাইডলাইন মেনে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে হবে। রাজ্যেডর অন্যাকন্যক মেডিক্যাল কলেজের মতো জেলা সদর থেকে দশ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে ধরনা কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের নির্মাণকাজ চলাকালীন জেলা সদরে বিদ্যমান সিভিল হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে মেডিক্যাল কলেজের কাজকর্ম সহ ক্লাস চালু করারও দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বিভাগীয় প্রধানসচিব অনুরাগ গোয়েল কর্তৃক জেলাশাসকের কাছে প্রেরিত চিঠি অনুযায়ী জেলা সদরের সিভিল হাসপাতাল থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য ১৫০ বিঘা জমির বন্দোবস্ত করতে জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছ আজ।

আজকের ধরনা কর্মসূচিতে করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন স্থানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সপক্ষে বক্তব্য পেশ করেছেন নন্দন নাথ, প্রবীর ভট্টাচার্য, সুপ্রিয় দেব, গৌতম চৌধুরী, তারাকিশোর বণিক, নন্দকিশোর বণিক, স্বপন বণিক, শিবানী বিশ্বাস, সুবীরবরণ চৌধুরী, বিজুভূষণ দাস, তুষার দাস, জ্যো তির্ময় দাস, সন্তোষ দত্ত, শৈলেন দাস প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করিমগঞ্জ শহরের পূর্ত সড়কগুলোকে জবরদখলমুক্ত করতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ মিশনরঞ্জন

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা সদর শহরের পূর্ত সড়কগুলোকে জবরদখলকারীদের কবল থেকে মুক্ত করে সাধারণ জনগণের চলাফেরা স্বাভাবিক করার দাবিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ তথা উত্তর করিমগঞ্জের চারবারের প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাস।

করিমগঞ্জ জেলা সদর শহরের নাগরিককুল মাত্রাতিরিক্ত যানজটে নাজেহাল। অবৈধ দখলকারীদের কারণে শহরের বিভিন্ন পূর্ত সড়ক দিয়ে সাধারণ জনগণের চলাফেরা দুর্বিষহ হয়ে ওঠেছে। একে-তো শহরের বিভিন্ন এলাকার পূর্তসড়কগুলোর পরিসর খুবই কম, তার ওপর কিছু সংখ্যক অসচেতন মানুষ পূর্ত সড়কের বেশ কিছু অংশ অবৈধভাবে দখল করে আছেন। এতে স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিসগামী এবং সাধারণ জনগণকে প্রায়ই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিশেষ করে পুলিশ রিজার্ভ থেকে বনোমালি, রেলওয়ে গেট থেকে ইঅ্যান্ডডি বাঁধ, শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শিববাড়ি রোডের অবস্থাও অত্যন্ত বেহাল। শিববাড়ি রোডের রাইমণি পাঠশালার সম্মুখবর্তী এলাকা থেকে অন্নপূর্ণা হোটেল পর্যন্ত সাধারণ জনগণের চলাফেরা দায় হয়ে পড়েছে। তাই এবার অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে জেলাশাসকের কাছে দাবি রেখেছেন মিশন দাস।

অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে আজ সোমবার জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন মিশনরঞ্জন দাস। একদিকে সড়কের পরিসর খুবই ছোট, তার ওপর অবৈধ দখলকারীদের দৌরাত্ম্যে এলাকার জনগণ নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারছেন না। শহরের প্রধান রাস্তায়ও রয়েছে জবরদখল। ফুটপাত পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের দখলে। ফলে ব্যপস্ততম এই সকল সড়ক দিয়ে সাধারণ মানুষের হেঁটে চলা একপ্রকার মহাসংগ্রামের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। এই দুটি পূর্ত সড়কের সঠিক সীমানা নির্ধারণ করা এবং অবৈধ জবরদখলমুক্ত করার কথাও জেলাশাসকের কাছে প্রদত্ত স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছেন মিশন।

ধর্মনগর পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের সংবর্ধনা দেয়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর বাজার কমিটির পক্ষ থেকে উপাধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন, চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার, মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ এবং নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের এক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সম্বর্ধনা সভায় মুখ্য বক্তা বিশ্ব বন্ধু সেন বলেন পুর পরিষদের মধ্যে যারা রয়েছে তাদেরকে নগর উন্নয়নের জন্য অবশ্যই কর দিতে হবে। শুধুমাত্র হাসপাতাল বাদে সরকারি-বেসরকারি সবাইকে সম্পদ কর, জল কর এবং বিদ্যুৎ কর দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই বিল আনা হচ্ছে।বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ বাজার তৈরি করা হবে।টাকা বরাদ্দ হয়ে গেছে। আগের পুর পরিষদকে অকর্মণ্য বলে সম্বোধন করেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। ৪৮ জনের জায়গায় ১০২ জন মৎস্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বাঁকা পথে টাকা নেওয়া হয়েছিল তাদেরকে ঘর দেওয়া হবে বলে।আগের সরকারের একটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তোরা যা খুশি তাই কর, না যে কোনো নির্বাচনে শুধু কাস্তে-হাতুড়ি ধর। হার্মাদরা যেকোনো সময় আগুন লাগাতে পারে বলে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। যতবারই বাজরের উন্নয়নের কথা হয়, সব বার সিপিএমের হার্মসরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।এটা একটা ধর্মনগর বাসির অভিজ্ঞতা।এত বড় হার্মাদ যেকোনো সময় ক্ষনিকের লাভ দেখিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে।তাই ধর্মনগর বাসীকে তাদের প্রলোভনে পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করে দেন উপাধ্যক্ষ।

সংস্থার

● আটের পাতার পর

রক্তদাতাদের আসা যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করেন।

মানুষ মানুষের জন্য এই গ্রুপটি সমাজ ও অসহায় মানুষদের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করছেন সে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং সেই কর্মসূচিগুলোতে বাস্তবে রূপান্তরিত করা সমাজের অসহায় গরীব মানুষদের পাশে দাড়াতে অসহায় রোগীদের পাশে দাঁড়াতে রক্তদাতাদের আসা যাওয়া এবং তাদের জুমুল কর্মসূচি রয়েছে সেটি হলো যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা টাকার অভাবে পড়াশোনা করতে পারছে না তাদের বিভিন্নভাবে পড়াশোনা করতে সাহায্য করা,এই জনকল্যাণক কাজগুলি করার জন্য অবশ্যই অর্থের প্রয়োজন।

তাই এই গ্রুপের সদস্যদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেয় যারা অসহায় মানুষের জন্য কিছু করতে চায় সমাজের মঙ্গল কামনায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায় তারা এই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন।

মানুষ মানুষের জন্য এই গ্রুপটির পক্ষ থেকে আরো জানানো হয় যে সমাজের অসহায় মানুষদের সাহায্যার্থে সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন নাগরিকরা যাতে করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষদের একটু সাহায্য করতে পারেন সেদিকে সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন রাখেন এগিয়ে আসার জন্য।

মহিলাদের ক্ষমতায়নে জোর, আজ প্রয়াগরাজে বিশেষ কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): তৃণমূল স্তরে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচিতে অংশ নিতে মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রয়াগরাজে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন দুই লক্ষাধিক মহিলা। প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) থেকে জানানো হয়েছে, তৃণমূল স্তরে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিশেষ করে মহিলাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আয়োজিত হতে চলেছে এই অনুষ্ঠান।

ওই অনুষ্ঠান থেকেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এক হাজার কোটি টাকা ট্রান্সফার করবেন প্রধানমন্ত্রী, যার ফলে প্রায় ১৬ লক্ষ মহিলা উপকৃত হবেন। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন-এর অধীনে করা হবে এই ট্রান্সফার। পাশাপাশি ব্যাবসায়িক করেসপন্ডেন্ট সখীদের (বিসি-সখীদের) উৎসাহিত করতে, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মধ্যে ২০ হাজার জনের অ্যাকাউন্টে প্রথম মাসের বৃত্তি হিসেবে ৪ হাজার টাকা ট্রান্সফার করবেন।

মুঙ্গিয়াকামীতে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। মুঙ্গিয়াকামীতে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনায় এক বালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত বালকের নাম সন্তোষ দেববর্মা। জানা যায় ওই বালক বাইসাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল। দ্রুতগামী একটি গাড়ি এসে বাইসাইকেল কে ধাক্কা দেয়।বাইসাইকেল নিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় সন্তোষ দেববর্মা নামে ১২ বছর বয়সী ওই বালক। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন আহত বালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় স্থানীয় হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন। এদিকে স্থানীয় উত্তেজিত জনতা গাড়ি সহ চালককে আটক করেন। চালককে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।গাড়ি চালক এর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর।এদিকে জিবি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে আহত বালক সন্তোষ দেববর্মার অবস্থা স্থিতিশীল।বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ধর্মনগরে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। সোমবার ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা আর এম সুবীর সোম ,ধর্মনগর শাখার সঞ্চালক নীলাদ্রি শেখর ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন বিভা দে চাষা। উত্তর জেলা ১৬ টি ব্রাঞ্চে আজকের এই ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ৫০৮ জন বেনিফিসারী কে ১৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। সুবীর সোম জানান, এবছর ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের টার্নওভার ১০কোটি টাকার উপর হয়ে গেছে। মার্চ মাস আসলেই সঠিক হিসাব টা দেওয়া সম্ভব হবে।আরো জানান ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক শুধুমাত্র আজকের দিনে এই ঋণ প্রদান করে এমন নয়। সারা বছর যাবত ঋণদানের কর্মসূচি চলে।ব্যাংক ঋণ দেয় না একটা প্রচলিত কথা হয়ে গেছে, যদি না দেয় তবে তাদের বেতন হয় না।ব্যাংক কর্মীরা শুধুমাত্র ব্যাংক ভোক্তাদের টাকার চৌকিদার হিসেবে কাজ করে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রাজ্যে সর্ববৃহৎ ব্যাংক পরিষেবা। শুধুমাত্র তাই নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংককে নিয়ে আলোচনা চলছে। কারণ এ ধরনের ৪০ টা ব্যাংক রয়েছে সারা ভারতবর্ষে জুড়ে। তার মধ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এক নাম্বারে।একটা ছোট পার্বত্য রাজ্যের ব্যাংক হয়ে কি করে তা সমগ্র গ্রামীণ ব্যাংকে মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে তা নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা চলছে।আজ টি আর এল এম ,এন ইউ এল এম, স্বাবলম্বন ,মুদ্রা লোন এবং পি এম এস জি পি প্রকল্পে ঋণদান করা হয়।

কদমতলায় বাস পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ঢাকঢোল পিটিয়ে চুড়াইবাড়ি কদমতলা থেকে বাস চালু হয়েছিল ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত।যেসব ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা করে তাদের সুবিধার্থে এতদিন বেশ ভালই চলছিল। ইদানিং যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাস চালু হয়েছিল তাদেরই সুবিধাকে নগন্য করে কন্টাকটার তার নেতা ভাইয়ের দোহাই দিয়ে দাদাগিরি করে চলেছে। তাদেরকে কলেজ চৌমুহনীতে না নামিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে।সেখানে থেকে কলেজে যেতে অতিরিক্ত ই রিক্সা করে ১০ টাকা করে প্রত্যেকে দিতে হচ্ছে। এমনকি অনেক সময় তাদের নির্ধারিত ক্লাস মিস হচ্ছে। কন্টাকটারকে বললে কন্টাকটার উল্টা তাদেরকে হুমকি দিচ্ছে, যে কোন নেতাকে বল আমার কিছুই করতে পারবে না তোমরা। আমার যা ইচ্ছা তাই করে যাব। জানা গেছে কন্টাকটার কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সুব্রত দেবের নিকট আত্মীয়। এই সুযোগে কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অভাবনীয় ব্যবহার করে চলেছে। কন্টাকটারের এই ধরনের নেতাগিরি কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা কোনমতেই মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য তাদের জন্য এই বাস চালু করেছে বর্তমান সরকার, কেন এ বাসের পরিষেবা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে। দরকারে তা নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি হাতে নিতে পারে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা।

খোয়াইয়ে নিহত যুবকের মৃতদেহ অসমে নিয়ে গেল পরিবারের লোকজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। খোয়াইয়ের সিপাইহাওরে অসমের এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।প্রণয়ঘটিত ঘটনার জের ধরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যুবকের ফাঁসির ঘটনা এখনো রহস্যাবৃত। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় পুলিশও হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে।এদিকে আসামের বংগাইগাঁও থেকে এসে পরিবারের লোকজন খোয়াই থেকে মৃতদেহ নিয়ে গেছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য যে, শনিবার সকালে খোয়াই থানাধীন সিপাইহাওরের জিতাছড়ার একটি রাবার নার্সারিতে একটি গাছে আসামের বংগাইগাঁও জেলার কুড়ি বছর বয়সের এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পকেটে পাওয়া মানিব্যাগের ভেতর থেকে উদ্ধার হওয়া আঁধার কার্ডের তথ্য অনুসারে ফাঁসিতে ঝুলতে থাকা মৃতদেহটি প্রতিবেশী আসাম রাজ্যের বংগাইগাঁও জেলার জনৈক মোস্তাক আলীর। পাওয়া যায় একটি মোবাইল ফোন নাম্বারও।পুলিশ সেই ফোন নাম্বার দিয়েই আসামে মোস্তাক আলীর পরিবারের লোকজনদের সাথে যোগাযোগ করে কথা বলে।মোস্তাক আলীর ফাঁসির ঘটনা নিয়ে এখনো ধন্ধে পুলিশ। আসামের যুবক কেন এখানে এসে ফাঁসিতে ঝুলে পড়লো, বা কবে কেন সে এসেছিল, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে, শনিবারই এলাকার কোন কোন সূত্রে একটি গুনন শোনা গিয়েছিল যে, প্রণয়ঘটিত ঘটনার পরিণতিতেই ফাঁসির রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে।সিপাইহাওর গ্রামেরই কোন এক পশ্চিমা হিন্দুস্থানি সম্প্রদায়ের মেয়ের সাথে আসামের ছেলেটির প্রণয়ের সম্পর্কের কথা গ্রামের অনেকেই জানতো।এরকমও শোনা যাচ্ছে যে, ফাঁসির সময়েও নাকি মেয়েটি ঘটনাস্থলেই ছিল।

আনুষ্ঠানিক সূচনা

● প্রথম পাতার পর

ক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে তিনি গুরুত্ব-আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফায়ার এন ও সি পাওয়ার ক্ষেত্রে অনলাইনে-ই-ডিস্ট্রিক্ট পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে হবে। ত্রিপুরা গ্যারান্টিড সার্ভিসেস টু সিটিজেনস অ্যাক্ট- ২০২০ অনুসারে অনলাইনে ফায়ার এন ও সি ইস্যু করার জন্য সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। ডিজি লকারের মাধ্যমে দেশের যে কোন প্রান্ত থেকেও তা বের করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ড্রোন টেকনোলজির মাধ্যমে জমি চিহ্নিতকরণ, সীমানা নির্ধারণ সহ ম্যাপিং এর কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বামিত্ব অ্যাপের মাধ্যমে শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি জমির অ্যাপও তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। জমি সংক্রান্ত সমস্ত বৈশিষ্ট নিয়ে এই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যেখানে জমির পা-প্রাপকদের জমি চিহ্নিতকরণ সহ সীমানা নির্ধারণের জন্য বনাধিকার অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে খব কম সময়ে জমি চিহ্নিতকরণ সহ সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র (অগিনির্বাপক এবং জরুরী পরিষেবা) দপ্তরের মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল বলেন, আজ অনলাইনে ফায়ার এন ও সি প্রদানের পরিষেবা চালুর মধ্য দিয়ে রাজ্যে এক নতুন দিগন্ত স'ষ্টি হয়েছে। রাজ্যের মানুষের কথা ভেবেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফায়ার এন ও সি পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সর্বক্ষেত্রেই স্বচ্ছতার সঙ্গে নাগরিকদের পরিষেবা প্রদানে বদ্ধ পরিকর। এরই অঙ্গ হিসেবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারের অগিনির্বাপক এবং জরুরী পরিষবা দপ্তর। অনুষ্ঠানে অগি নির্বাপক এবং জরুরী পরিষেবা দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় অগি নির্বাপক ব্যবস্থাপনায় অনলাইনের মাধ্যমে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এন ও সি) প্রদান করার বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্যের এন আই সি'র সিনিয়র টেকনিক্যাল ডিরেক্টর এ কে দে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অগি নির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও ডিরেক্টর অনিন্দ্য কুমার ভ-াচার্য্য।

উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে অনলাইনে ফায়ার এনওসি'র জন্য আবেদনকারীদের হাতে ফায়ার এন ও সি সার্টিফিকেট তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল সহ অতিথিগণ।

জওয়ানরা

● প্রথম পাতার পর

এসেছে। আজ বিজিবি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত। তিনি বলেন, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য আমাদের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে আমরা জয়েন্ট রিট্রিট সিরিমনি ও চা চক্রের আয়োজন করেছি। তাঁর দাবি, আমরা সব সময় পার্শবর্তী রাষ্ট্রের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করে থাকি। আজকের দিনে সবার কাছে কামনা, আমরা যেন সরকার কর্তৃক দায়িত্ব সততা এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, ২০১০ সালে বিজিবি আইন পাশ হয়েছিল। এরপর থেকে ২০ ডিসেম্বর বিজিব দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে।

এদিন বিএসএফ ত্রিপুরা গকুলনগর সেক্টর কমান্ডার রাকেশ রঞ্জন লাল সাংবাদিকদের বলেন, আমরা সব সময়ই বাংলাদেশের পাশে রয়েছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, আজ এই জিরো পয়েন্টে কথা দিচ্ছি আমরা একসাথে চলব। তাঁর দাবি, আমরা কথা দিলে তা পালন করি। এদিন তিনি বিজিবিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং দুই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করেন।

দোকান

● প্রথম পাতার পর

আগুনের সূত্রপাত তা বলতে পারেনি কেউই। তবে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে গ্যাসের সিলিন্ডারে এবং পরে সমস্ত দোকান গুলোতে আগুন ছড়াতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে মূল ফটকের সামনে এসএসজি গ্রুপ থেকে বন্টন করা হয়েছিল চারজন দোকান মালিককে।তবে চারজন দোকান মালিক হলেন যথাক্রমে ভানুলাল দেবনাথ,বিপদ দত্ত,ইমরান হুসেন,ইকবাল হুসেন।আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে এসে দোকান মালিকরা কান্নায় ভেঙ্গে পরেন।বিশালগড় থানার পুলিশ কিভাবে আগুন লাগছে তার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

সিমনায়

● প্রথম পাতার পর

জনকে এখনো পর্যন্ত আটক করেছে। মূল অভিযুক্তকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে স্থানীয় উত্তেজিত জনতা হত্যাকারী চন্দন ওরাং এর বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পূর্ব শত্রুতার জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

হামলা

● প্রথম পাতার পর

সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয়েছে। পুলিশ মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কটুর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি উঠেছে।বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

প্রক্রিয়া শুরু

● প্রথম পাতার পর

আমন্ত্রণ জানাতে সচিব পি কে গোয়েলের নেতৃত্বে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে গত ১২ নভেম্বর বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে নামী শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। পলিসি এডভোক্যাসি রিসার্চ সেন্টারের সাথে যৌথ উদ্যোগে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

ফের রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

বলেন, ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা প্রায় ভেঙে পড়েছে এবং আমরা ডেপুটেশনে উল্লিখিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অবিলম্বে হস্তক্ষেপ চেয়েছি।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে জনগণ নয়, কোম্পানি সরকার পরিচালনা করছে। সেই তুলনায় ত্রিপুরায় জনতার সরকার চলছে।

ক্রীড়া

ঘোষিত ২০২২ অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ভারতীয় দল, সুযোগ পেলেন বঙ্গ পেসার

ঘোষিত হল আগামী বছর হতে চলা অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৭ জনের দল। চার বছর পর ফের টিমে সুযোগ পেলেন এক বঙ্গ পেসার।আর অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হল যশ ধুলকে।আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের আসর বসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজে। চলবে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। চার বছর আগে ভারতের বিশ্বজয়ী অনূর্ধ-১৯ টিমে ছিলেন বাংলা পেসার ঈশান পোড়েল। দু'বছর আগের এই টুর্নামেন্টে বাংলা থেকে কোনও ক্রিকেটার সুযোগ পাননি। কিন্তু এবার আবার এক বঙ্গ পেসার ঢুকে পড়লেন অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ টিমে। তিনি রবি কুমার। ঘোষিত মূল স্কোয়াডেই রয়েছেন রবি। স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রয়েছেন বাংলার আরও একজন- অমতৃ রাজ উপাধ্যায়। এদিকে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন দিল্লির ছেলে যশ। চারবারের চ্যাম্পিয়ন দলের দায়িত্ব নিয়ে তিনি যেমন আপ্লুত তেমন তাঁর কাছে এ দায়িত্ব বড় চ্যালেঞ্জেরও।ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই বলছেন, রবি কুমারের মতো বাঁ হাতি পেস অনেক দিন ধরেই জাতীয় নির্বাচকদের মুগ্ধ করছিল। তারই প্রতিদান বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ পাওয়া। আপাতত দিন কয়েকের মধ্যেই দুবাইয়ে এশিয়া কাপ খেলবে ভারত। সেখান থেকে সোজা ওয়েস্ট ইন্ডিজ চলে যাবে বিশ্বকাপ খেলতে। টিমের কোচ হিসেবে যাচ্ছেন হৃষিকেশ কানিতকর। বোলিং কোচ প্রাক্তন বাংলা কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। আর ফিল্ডিং কোচ নীতিন বালি।অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে আজ পর্যন্ত চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত।

শেষ বার ২০১৮ সালে। দু'বছর আগে ফাইনালে উঠেও ভারত শেষ পর্যন্ত হেরে যায় বাংলাদেশের কাছে। ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই বললেন যে, ভারতের বিশ্বকাপ টিম এবারও ভাল। কিন্তু করোনা প্রকোপে খেলাধুলো বন্ধ থাকায় যথেষ্ট প্র্যাকটিস পায়নি টিমটা। প্রস্তুতিটা সেভাবে হয়নি। সেটাই যা চিন্তার।

৮৩-র উল্লাস, কপিলের সঙ্গে এক ফ্রেমে গাওস্কর অমরনাথ, ফিরে এল বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি

এক ফ্রেমে তিন কিংবদন্তি। তিন জনের হাতেই গ্লাস। উল্লাসে মেতেছেন তাঁরা। আর তাঁদের এই ছবির সঙ্গেই ফিরে এল ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি। সুনীল মনোহর গাওস্কর, কপিল দেব নিখাঞ্জ ও মহিন্দর অমরনাথ। এত বছর পরেও ৮৩-র অতীতচারিতায় বুঁদ তাঁরা।সম্প্রতি গাওস্কর একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে হাসি মুখে বসে তিন প্রাক্তন। সামনে খাবার টেবিলে নানা রকমের পদ। ক্যাপশনে গাওস্কর লিখেছেন, '৮৩-র উল্লাস'। দেখে মনে হচ্ছে এত বছর পরেও তাঁরা উদ্যাপন করছেন সেই দিনটিকেই। ১৯৮৩ সালের ২৫ জুন, যে দিন গোটা বিশ্ব দেখেছিল কী ভাবে কপিলের তরুণ দল হারিয়েছিল দু'বারের বিশ্বসেরা ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পরে বর্তমানে কপিল বা অমরনাথ অবসর জীবন কাটালেও গাওস্কর ব্যস্ত থাকেন ধারাভাষ্যের কাজে। ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সফরে ধারাভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন তিনি। কিন্তু এখন ভারতের কোনও খেলা না থাকায় তিনিও সময় পেলেন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার।ঘটনাচক্রে সামনের সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে রণবীর সিংহ অভিনীত '৮৩'। কপিলদের বিশ্বকাপ জয়কে নিয়ে তৈরি এই ছবি ঘিরে ইতিমধ্যেই গোটা দেশ জুড়ে সাড়া পড়ে গিয়েছে। ছবির প্রচারও চলছে পুরোদমে। তাতে যোগ দিয়েছেন ক্রিকেটাররাও। প্রচার করতে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন কপিল। এ বার সেই দলের তিন কিংবদন্তির ছবি প্রকাশ পেল এক সঙ্গে।

শাপে বর! দেশের হয়ে খেলার সুযোগ না পেয়ে বিশ্বের ১ নম্বরের সঙ্গে অনুশীলন লক্ষ্যের

প্রথম বার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে নেমেই পদক নিশ্চিত করেছেন বাঙালি লক্ষ্য সেন। সেমিফাইনালে এগিয়ে থেকেও ভারতেরই কিদাম্বি শ্রীকান্তের কাছে হেরেছেন তিনি। তবু তাঁর সাফল্য নিয়ে চর্চা হচ্ছে। লক্ষ্যর সাফল্যের পিছনে রয়েছে দেশের হয়ে সুযোগ না পাওয়ার ঘটনা।অক্টোবরে থমাস কাপে দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি ২০ বছরের এই তরুণ। সুযোগ না পাওয়াতেই কি শাপে বর হয়েছিল? অন্তত তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স কিন্তু সে কথাই বলছে। কী ভাবে হল এতটা উন্নতি?থমাস কাপের জন্য ট্রায়ালের আসর বসেছিল হায়দরাবাদে। সেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরেন উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ার ছেলে লক্ষ্য। তার পরেই ফোন পান বিশ্বের এক নম্বর তারকা তথা বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডেনমার্কের ভিক্টর অ্যাক্সেলসনের। তাঁকে অনুশীলনের জন্য দুবাইয়ে যেতে বলেন ভিক্টর।এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি লক্ষ্য। দুবাইয়ে গিয়ে বেশ কয়েক দিন প্রস্তুতি নেন তিনি। নিজেকে তৈরি করেন। শুধু ভিক্টর নন, বিশ্বের দু'নম্বর কেন্টো মোমোতা, সিঙ্গাপুরের লোহ কিয়ান ইয়ুর মত তারকারাও ছিলেন সেখানে। কিয়ানের বিরুদ্ধেই রবিবার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলতে নামবেন শ্রীকান্ত। বিশ্বের তাবড় খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেন লক্ষ্য। এই প্রস্তুতি যে তাঁকে সাহায্য করেছে, তা তাঁর খেলায় স্পষ্ট।বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে যে ম্যাচগুলি লক্ষ্য খেলেছেন সেখানে যথেষ্ট সাবলীল দেখিয়েছে তাঁকে। বিশেষ করে তাঁর শারীরিক ক্ষমতা বেড়েছে। র‍্যালির মাঝে আরও বেশি ক্ষিপ্র হয়েছেন তিনি। তাঁর এই গুণ আগামী দিনে তাঁকে আরও দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন প্রাক্তন তারকা থেকে কোচরা।

মালান, রুটকে হারিয়ে চাপে ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় টেস্ট জিততে অজিদের দরকার ৬ উইকেট

প্রথম ইনিংসের পরে দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ ইংল্যান্ডের টপ অর্ডার। চতুর্থ দিনের শেষে দলের দুই নির্ভরযোগ্য ব্যাটার জো রুট ও দাউইদ মালান সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন। চার উইকেট পড়ে গিয়েছে সফরকারী দলের। এখনও ৩৮৬ রান দরকার তাদের। অন্য দিকে আর মাত্র ছয় উইকেট নিলেই দ্বিতীয় টেস্ট জিতে যাবে অস্ট্রেলিয়া।অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টের চতুর্থ দিন ভাল খেলেন দুই অজি ব্যাটার মার্নাশ লাবুশেন ও ট্র্যাভিস হেড। প্রথম ইনিংসে শতরানের পরে দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশতরান করেন লাবুশেন। ৫১ রান করেন হেড। শেষ দিকে ৩৩ রান করেন ক্যামেরন গ্রিন। নয় উইকেটে ২৩০ রানে ডিক্লেয়ার করে অস্ট্রেলিয়া।জয়ের জন্য ৪৮৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে শূন্য রানে আউট হন ইংল্যান্ডের ওপেনার হাসিব হামিদ। মালানের সঙ্গে দলের রানকে কিছুটা টেনে নিয়ে যান আর এক ওপেনার ররি বার্নস। ২০ রান করে আউট হন মালান। ৩৪ করেন বার্নস। নির্দিষ্ট ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে ইংল্যান্ডের। ২৪ রান করে তাদের শেষ ভরসা রুট সাজঘরে ফিরলে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করে দেন আম্পায়াররা।পঞ্চম দিন জিততে আর মাত্র ছয় উইকেট দরকার অস্ট্রেলিয়ার। ইংল্যান্ড দলের লোয়ার অর্ডারের ফর্ম খুব একটা ভাল নয়। তাই শেষ দিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যাচ জিতে অ্যাশেজ সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যেতে চাইছেন স্টিভ স্মিথরা।

মেসিকে কিনতে গিয়ে বিরাট আর্থিক চাপ সাত ফুটবলারকে ছেড়ে দিতে পারে পিএসজি

লিয়োনেল মেসিকে কিনতে গিয়ে প্রবল আর্থিক চাপে পিএসজি। বাধ্য হয়ে জানুয়ারি মাসের ট্রান্সফার উইন্ডোতে সাত ফুটবলারকে ছেড়ে দিতে পারে তারা। অবশ্য কোন ফুটবলারদের ছাড়া হতে পারে সে বিষয়ে ক্লাবের তরফে কিছু জানানো হয়নি।চলতি মরসুমে চার ফুটবলারকে সই করিয়েছে ফরাসি ক্লাব। মেসি ছাড়াও সেই তালিকায় রয়েছেন স্পেনের সের্খিও র‍্যামোস, ইতালির গোলকিপার জানলুইজি ডোনারুমা ও নেদারল্যান্ডসের মিডফিল্ডার জর্জিনো ওয়েনলদাম। বর্তমান দলের পিছনে মোট ৩০ কোটি ইউরো খরচ করতে হয়েছে পিএসজিকে। শুধুমাত্র মেসিকে কিনতে গিয়েই খরচ হয়েছে ৪ কোটি ১০ লক্ষ ইউরো।প্রতি বছর এই বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করতে গিয়ে সমস্যায় ক্লাব। কারণ কোনও ক্লাব এক মরসুমে কত টাকা খরচ করে সেই হিসেব থাকে ফিফার কাছে। আয়-ব্যায়ের হিসেবে কোনও গন্ডগোল থাকলে ক্লাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। তাই ঝুঁকি নিতে চাইছে না পিএসজি।

মুলারের রেকর্ড ফের ভাঙলেন লেয়নডস্কি

কিংবদন্তি জার্ড মুলারের আরও এক কীর্তি ম্লান করে দিলেন রবার্ট লেয়নডস্কি। সেটা হল বুন্দেশলিগায় এক বছরে সবচেয়ে বেশি গোলের নজির। মুলার করেছিলেন ৪২টি গোল। যে নজির পোলান্ডের তারকা আগের ম্যাচেই স্পর্শ করেন। শুক্রবার সে রেকর্ড তিনি ভেঙেও দিলেন। বায়ার্ন ৪-০ হারাল উলফসবার্গকে। যার একটি গোল লেয়নডস্কির (৮৭ মিনিটে)। অন্য তিন গোলদাতা থোমাস মুলার (৭ মিনিট), দায়োত উপামেকানো (৫৭ মিনিট) ও লেরয় সানে (৫৯ মিনিট)।শুক্রবার থোমাস মুলার বুন্দেশলিগায় নিজের ৪০০তম ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখলেন খেলার সাত মিনিটেই দলকে এগিয়ে দিয়ে। উপামেকানোও তাঁর গোলটি করেন মুলারের ক্রস থেকে হেডে। দ্বিতীয় গোলের দু'মিনিট পরেই ৩-০ করেন সানে। বক্সের কোণা থেকে বাঁক খাওয়ানো শটে।লেয়নডস্কির গোলটি যথারীতি খুব কাছ থেকে সুযোগ কাজে লাগিয়ে। যা একই সঙ্গে নতুন নজিরও সৃষ্টি করল। মে মাসে তিনি মুলারের ৪৯ বছরের পুরনো রেকর্ডও ভেঙে দেন। সেটা এক মরসুমে সর্বোচ্চ গোলের নজির। এমনিতে পোলান্ডের তারকা শুক্রবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর এক বছরে সমস্ত প্রতিযোগিতা মিলে ৬৯ গোলের রেকর্ডও স্পর্শ করলেন।জার্মান প্রচারমাধ্যম ম্যাচের পরে যথারীতি লেয়নডস্কিকে বালঁ দ্যর না দেওয়ার প্রসঙ্গটি তুলেছে। তাদের বক্তব্য, বায়ার্ন স্ট্রাইকার আবার বুঝিয়ে দিলেন লিয়োনেল মেসিকে এ বারের পুরস্কার দেওয়া কত বড় ভুল সিদ্ধান্ত ছিল! শুক্রবারের জয়ে শীর্ষে থাকা বায়ার্ন বুন্দেশলিগার পয়েন্ট টেবলে দ্বিতীয় বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের থেকে ন'পয়েন্ট এগিয়ে গেল।এ দিকে সেরি আ-তে শুক্রবার ইন্টার মিলান ৫-০ হারিয়ে দিয়েছে সালেরনিটানাকে। পাঁচটি গোল করলেন ইভান পেরিসিচ (১১ মিনিট), ড্যানজেল ডামফ্রাইস (৩৩ মিনিট), আলেক্সিস স্যাঞ্চেস (৫২ মিনিট), লাউতারো মার্তিনেজ (৭৭ মিনিট) ও রবেতর্তো গাগলিয়ার্দিনি (৮৭ মিনিট)। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইন্টার সেরি আ টেবলে এ বারও শীর্ষে রয়েছে। তাদের পয়েন্ট ৪৩ (১৮ ম্যাচে)। দ্বিতীয় স্থানে আছে এসি মিলান। একটা ম্যাচ কম খেলে জাটান ইব্রাহিমোভিচদের পয়েন্ট ৩৯। রবিবার এসি মিলান খেলবে নাপোলির বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পুরনো ক্লাব জুভেন্টাস এখন রয়েছে সাত নম্বরে। ১৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৮। ইন্টার মিলান আবার শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়েছে, ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের সঙ্গে তারা চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডেনমার্কের এই ফুটবলারের সম্মতিতেই সেটা করা হয়েছে। জুনে ইউরো কাপে ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের মধ্যেই এরিকসেন হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর সমস্যা বেশ জটিল। সম্ভবত আর কোনওদিন মাঠেও ফিরতে পারবেন না তিনি।

হাবাসের পদত্যাগে অবাক স্প্যানিশ কোচকে কাছ থেকে দেখা সহকারী কোচ সঞ্জয় সেন

দেশ-বিদেশজুড়ে অগণিত ভক্ত, সমর্থককে চমকে দিয়ে শনিবার দুপুরেই এটিকে মোহনবাগানের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। চার ম্যাচ জয়হীন থাকার পর হঠাৎ স্প্যানিশ কোচের এরকম সিদ্ধান্তে অবাক হয়ে গিয়েছেন অনেকেই। অবাক তিনিও, যিনি গত বছর পর্যন্ত এটিকে মোহনবাগানের ডাগআউটে সহকারী হিসেবে হাবাসের পাশে বসেছেন।রবিবার আনন্দবাজার অনলাইনকে সঞ্জয় সেন বললেন, ''আমি ওর পদত্যাগের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই জানি না। উনি ছেড়ে দিয়েছেন, নাকি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটাও বলতে পারব না। গোয়ায় থাকলে হয়তো বলতে পারতাম। তবে এই ঘটনা যে আমাকে অবাক করেছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। যে পরিস্থিতিতে মাত্র একটা ম্যাচে জিতলে লিগ তালিকায় প্রথম চারে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখান থেকে এ ভাবে দলকে বিদায় জানালেন কেন?''ফুটবলারদের সঙ্গে যে হাবাসের কোনও বিবাদ রয়েছে, এমনটা কিছুতেই মানতে রাজি নন সঞ্জয়। তাঁর সাফ কথা, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচের সম্পর্ক খুবই ভাল। সে কারণেই দল হারলে বা ড্র করলে তিনি খেলোয়াড়দের ঘাড়ে দোষ চাপান না। নিজেকেই দায়ী করেন। সঞ্জয়ের কথায়, ''মাঠের মধ্যে ওকে দেখলে হয়তো খুব রাগী মনে হবে। কিন্তু মাঠ ছেড়ে সাজঘরে ঢুকলে উনি অত্যন্ত শান্ত। ফুটবলারদের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় কথা বলেন। কোনও দিন ওঁকে রেগে যেতে দেখিনি

সেরা ভারতীয় সময় শ্রীহরির

বিশ্ব সাঁতার সংস্থা 'ফিনা' আয়োজিত শর্ট কোর্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা ফল করলেন শ্রীহরি নটরাজ। যদিও ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকের সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন এই ভারতীয় সাঁতারু। তিনি সময় করেছেন ২৪.৪০ সেকেন্ড। সব মিলিয়ে হিটে তিনি পান ২৬তম স্থান।হিটে প্রথম ১৬জন সেমিফাইনালে যাওয়ার সুযোগ পান। ফলে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা সময় করলেও সেমিফাইনালে যাওয়া সম্ভব হয়নি নটরাজের পক্ষে। উল্লেখ্য, ২০ বছর বয়সি এই সাঁতারু টোকিয়ো অলিম্পিক্সেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে তিনি দ্বিতীয় বার ভারতীয়দের মধ্যে সেরা সময় করলেন। এর আগে এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দিনে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে নিজের ভারতীয় রেকর্ডের চেয়েও ভাল সময় করেছিলেন নটরাজ।শর্ট কোর্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫ মিটার দীর্ঘ সুইমিং পুলে প্রতিযোগিতা হয়।

জোরে বোলার হঠাৎই হয়ে গেলেন স্পিনার! অবাক কাণ্ড অ্যাশেজে

অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে প্রবল চাপে ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে কার্যত হারের মুখে তারা। এই অবস্থায়, অজি ব্যাটারদের আউট করার জন্য নতুন উপায় খুঁজে পেল ইংল্যান্ড। জোরে বোলার অলি রবিনসন শেষ পর্যন্ত হাত ঘুরিয়ে স্পিন বোলিং করলেন। অভাবনীয় এই দৃশ্য দেখা গিয়েছে টেস্টের চতুর্থ দিন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের সময়। আসলে, এই টেস্টে পাঁচ জোরে বোলার নিয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। প্রথম সারির কোনও স্পিনার নেই। প্রথম ইনিংসে রুট ২০ ওভার হাত ঘুরিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাট করার সময় তলপেটে আঘাত পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম দিকে ফিল্ডিং করতে নামতে পারেননি।হাতে কোনও স্পিনার না থাকায় শেষ মেশ রবিনসনকেই দ্বৈত ভূমিকা নিতে হয়। হাত ঘুরিয়ে তিনি অফস্পিন করেন বেশ কয়েক ওভার।তবে এর কিছুক্ষণ পরেই রুট ফিল্ডিং করতে নামেন। তখন তিনিই স্পিন বোলিং করতে শুরু করেন। তার পুরস্কারও পান। ৬ ওভার বল করে ২৭ রানে ২টি উইকেট নিয়েছেন তিনি।দ্বিতীয় ইনিংয়ে ৯ উইকেটে ২৩০ তুলে ডিক্লেয়ার দেয় অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৪৬৮ রানের

দিন-রাতের টেস্টে বিপর্যস্ত ইংল্যান্ড, তবে 'সেঞ্চুরি' করে ফেললেন জেমস অ্যান্ডারসন

গত দু'দশক ধরেই একের পর এক নজির গড়ে চলেছেন জেমস অ্যান্ডারসন। নামের পাশে যাঁর ৬৩৪টি উইকেট রয়েছে। টেস্টের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক তিনি। পেসার হিসেবে সর্বোচ্চ। সেই অ্যান্ডারসনই আবার নতুন রেকর্ড করলেন। তবে বল হাতে নয়, এ বার ব্যাট হাতে।অ্যাডিলেডে তৃতীয় দিনেই হয় এই নজির। ইংল্যান্ড ২৩৬ রানে অলআউট হয়ে গেলেও অপরাজিত থেকে যান ১১ নম্বরে নামা অ্যান্ডারসন। সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ১০০ বার অপরাজিত থাকার নজির গড়লেন তিনি। তাঁর ধারেকাছেও এখন কেউ নেই। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন জোরে বোলার কোর্টনি ওয়ালশ। তিনি ৬১ বার অপরাজিত ছিলেন।শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন স্পিনার মুথাইয়া মুরলীধরন ৫৬ বার অপরাজিত ছিলেন। তালিকায় তিনি তৃতীয়। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন বোলার বব উইলিস চতুর্থ স্থানে। তিনি ৫৫ বার অপরাজিত ছিলেন।অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে কার্যত হারের মুখে ইংল্যান্ড।

শেষ দিনে ৩৮৬ রান তুলতে হবে তাদের। হাতে মাত্র ৬ উইকেট। অধিনায়ক জো রুট-সহ প্রথম সারির ব্যাটাররা সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 21 December 2021, Tuesday আগরতলা ২১ ডিসেম্বর, ২০২১ ইং, ■ ৫ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাজ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অভিযোগ এনে গণডেপুটেশন তৃণমূল কংগ্রেসের। ছবি নিজস্ব।

কেন্দ্রের ডাকা বৈঠক বয়কট কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের, বিঁধলেন প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন নিয়ে কেন্দ্রের ডাকা বৈঠক বয়কট করল কংগ্রেস, তৃণমূল ও শিবসেনা-সহ ৫টি দল। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ সংসদের লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। যে সমস্ত দলের সাংসদদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, সেই কংগ্রেস, তৃণমূল, শিবসেনা বামেদের বৈঠকে ডাকা হয়। শুধুমাত্র ৪টি দলকে ডাকার প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ও বামেদের তরফে কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে তাঁরা জানান, ১২ জন সাংসদের সাসপেনসনের প্রতিবাদে সমস্ত বিরোধী দলই ঐক্যবদ্ধ। অচলাবস্থা নিরসনের জন্য আমরা ২৯ নভেম্বর থেকেই অনুরোধ করে আসছি। পাশাপাশি শুধুমাত্র ৪টি বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠকে ডাকার সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক।

মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন বলেছেন, 'রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদকে সাসপেনশনের বিষয়ে ৪টি বিরোধী দলকে ডেকেছে সরকার। এটা বিরোধীদের ঐক্য ভাঙার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এ ব্যাপারে বৈঠক করতে হলে ডাকতে হবে সব দলকে। আমরা এ বিষয়ে সরকারকে জানিয়েছি।' সরকারের ডাকা বৈঠকে যোগ দেবেন কি দেবেন না, এ বিষয়ে এদিন সকালেই একপ্রস্থ বৈঠক করেছিলেন বিরোধীরা। শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'সরকারের ডাকা বৈঠকে আমরা যোগ দিচ্ছি না। রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্রর ইস্তফা ও ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি জানাব আমরা। সংসদের উভয়কক্ষকে আমরা চলতে দেব না।'

সরকারের ডাকা বৈঠক বয়কট করায় বিরোধীদের বিঁধেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, 'আসলে মানুষই ওদের বয়কট করেছে।' তিনি বলেছেন, 'সমাধান খুঁজতে আমরা যে দলগুলির সাংসদদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, সেই দলগুলির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা বৈঠক বয়কট করছে। তাঁরা সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানও বয়কট করেছিল। তাঁদের বোঝা উচিত, মানুষও তাঁদের বয়কট করছে।' উল্লেখ্য, বাদল অধিবেশনে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে এর আগে গোটা শীতকালীন অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করা হয় কংগ্রেসের ৬, তৃণমূল ও শিবসেনার ২ জন করে, সিপিএম ও সিপিআইয়ের একজন করে রাজ্যসভার মোট ১২ জন সাংসদকে।

প্রবল ঠান্ডায় দিল্লিতে জারি হলুদ সতর্কতা, বাতিল ৬২টি ট্রেন

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): তীব্র শীতে কাঁপছে গোটা উত্তর ভারত। রাজধানী দিল্লিতে তাপমাত্রার রেকর্ড পতনে আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্যআইএমডির পক্ষ থেকে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তারসঙ্গে পাল্লা দিয়ে রয়েছে কুয়াশা। তাই আগে থাকতেই সাবধান রেল। দুর্ঘটনা এড়াতে ৬২টি ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হঠাৎ করে ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা।

রাজধানী দিল্লিতে তাপমাত্রার রেকর্ড পতন। রবিবারের পর সোমবার ফের তাপমাত্রার পারদ পতন হয়েছে। রেকর্ড নেমেছে রাজধানী দিল্লির তাপমাত্রা। আইএমডির পক্ষ থেকে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য। তারসঙ্গে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে ক্রিসমাসে বৃষ্টিতে ভিজবে রাজধানী দিল্লি। তাতে আরও শীত পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। দিল্লির তীব্র ঠান্ডার পাশাপাশি গোটা উত্তর ভারতেও পারদ পতন জারি রয়েছে। ডিসেম্বর মাসের এই সময়ে এতটা ঠান্ডা এর আগে কখনও পড়েনি উত্তর ভারতে।

উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে এই তাপমাত্রার পারদ পতনে শঙ্কিত রেল। কুয়াশায় ঢাকা থাকছে আকাশ। যার জেরে দৃশ্যমানতা কমে যাচ্ছে। শেষে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যেকোনও সময় এমন আশঙ্কায় একাধিক ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে। জানা গিয়েছে, ৬২ টি মেল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যাত্রী সুরক্ষার স্বার্থেই এই মেল ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় দুর্ঘটনা কমতে পারে বলে জানানো হয়েছে। সেকারনেইআরও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে উত্তর ভারত গামী ৬২টি ট্রেন ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে। সেই সঙ্গে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক ট্রেনের সংখ্যা। কানপুর শতাব্দী, গোরক্ষপুর হমসফর, ভাগলপুর শতাব্দী সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সপ্তাহে যে ট্রেন গুলি তিন চার দিন চলে বা সপ্তাহে প্রতিদিন চলে সেগুলি কমিয়ে সপ্তাহে একদিন অথবা ২ দিন করে দেওয়া হয়েছে। এতে সমস্যায় পড়বেন বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের যাত্রীরা।

ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত যেসব ট্রেন বাতিল হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল - লিচ্ছবি এক্সপ্রেস, হটিয়া সুপারফাস্ট, নয়া দিল্লি -রোহতক ইন্টারসিটি, নয়াদিল্লি মালদহ টাউন এক্সপ্রেস, আনন্দবিহার টার্মিনাল, সীতামাড়ি লিচ্ছবি এক্সপ্রেস, আনন্দবিহার মালদহ টাউন এক্সপ্রেস, আনন্দবিহার -গোরখপুর এক্সপ্রেস, পুরানি দিল্লি-আলিপুরদুয়ার মহানন্দা এক্সপ্রেস, আনন্দবিহার -হাতিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, আনন্দবিহার টার্মিনাল-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস। আর যে ট্রেনগুলির সংখ্যা কমবে সেগুলি হল, কৈফিয়ত এক্সপ্রেস, ভাগলপুর গরীবরথ এক্সপ্রেস, শ্রমজীবী এক্সপ্রেস, সম্পূর্ণক্রান্তি এক্সপ্রেস, মহাবোধি এক্সপ্রেস, বৈশালী এক্সপ্রেস, সপ্তক্রান্তি এক্সপ্রেস,স্বতন্ত্রতা সেনানী এক্সপ্রেস,দানাপুর জনসাধারণ এক্সপ্রেস, বিক্রমশীলা এক্সপ্রেস সত্যাগ্রহ এক্সপ্রেস, আনন্দবিহার টার্মিনাল -মউ এক্সপ্রেস, কাশী বিশ্বনাথ এক্সপ্রেস, আনন্দবিহার টার্মিনাল -কামাখ্যা এক্সপ্রেস।

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ফিলিপিন্সে মৃত্যু বেড়ে ২০৮ নিখোঁজ ৫২ জন

ম্যানিলা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): টাইফুন "রাই"-এর তাণ্ডবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত ফিলিপিন্স। ফিলিপিন্সের মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই ঘূর্ণিঝড় ইতিমধ্যেই ২০৮ জনের প্রাণ কেড়েছে, আশঙ্কা, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আহতের সংখ্যা ২৩৯ এবং কমপক্ষে ৫২ জন নিখোঁজ। সুপার টাইফুন রুপে ফিলিপিন্সে আঘাত হানে "রাই"। টাইফুনের আগেই কমপক্ষে তিন লক্ষ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হয়েছে। না হলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারত বলে মনে করছে প্রশাসন। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বাস্তুহারা অসংখ্য মানুষ। টাইফুনের তাণ্ডবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে বেশির ভাগ বাড়ি। বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সোমবার পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়নি। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়েছে, টাইফুন ২০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২৩৯ এবং কমপক্ষে ৫২ জন নিখোঁজ।

টেস্ট কমতেই কোভিড-সংক্রমণ নিম্নমুখী ভারতে আরোগ্যের হার ৯৮.৩৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমে যাচ্ছে। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৫৬৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩২ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৮,০৭৭ জন, ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৩৯ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৮,২২,৬৭-এ পৌঁছেছে (৫৭২ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন), শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,৬৪৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৫৬৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৪ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৫ লক্ষ ৮২ হাজার ০৭৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৩৭,৬৭,২০,৩৫৯ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৭,৫৫৪ জন (১.৩৭ শতাংশ)। করোনার প্রকোপের মধ্যে সুস্থতাই খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮,০৭৭ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪১,৮৭,০১৭ জন করোনা-রোগী (২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে সর্বোচ্চ), শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৯ শতাংশ। বিগত ৭৭ দিন ধরে দৈনিক সংক্রমণের হার ২ শতাংশের (০.৭৫ শতাংশ) কম।

শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু উত্তর ভারত দিল্লিতে দ্রুত নামছে তাপমাত্রা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রবল ঠাণ্ডা ও শৈত্যপ্রবাহে জমে যাচ্ছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। দিল্লিতে তো তাপমাত্রা নামছেই, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের কোথাও হিমাঙ্কের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। শীতে কাঁপছে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশও। সোমবারই উত্তর প্রদেশের কানপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, দিল্লির লোধি রোডে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিল্লিতে আরও নামতে পারে তাপমাত্রার পারদ।

শীতের মধ্যেও দূষণ আর দিল্লির পিছু ছাড়ছে না। এখনও দূষণের কবলে দিল্লি সংলগ্ন নয়ডা, হরিয়ানার গুরুগ্রামও। দিল্লিতে এদিন সার্বিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ২৯০, যা খুবই খারাপ। এনসিআর অঞ্চলের নয়ডা ও গুরুগ্রামে এদিন এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল যথাক্রমে ২৯৩ ও ২২৫। এই মুহূর্তে শীতের আমেজ উপভোগ করার পাশাপাশি বায়ুদূষণও সহ্য করতে হচ্ছে দিল্লির নাগরিকদের।

ওমিক্রনের হাত ধরেই ভারতে করোনার তৃতীয় ঢেউ! প্রস্তুতি সেরে রাখতে বললেন এইমস ডিরেক্টর

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): চোখের সামনে ব্রিটেনে যে ভাবে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে খুব একটা শান্তিতে থাকার উপায় নেই বলেই মনে করেন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া।এইমসের ডিরেক্টর সতর্ক করে বলেন, 'ব্রিটেনের মত পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তার জন্য সবরকম প্রস্তুতি সেরে রাখা উচিত।' রণদীপ গুলেরিয়ার ধারণা, সামনের দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ওমিক্রন সংক্রমণের ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এইমস প্রধান উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'ভ্যাকসিনের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে ওমিক্রন। এমনকী অ্যান্টিবডিকেও ধোকা দিতে পারে। তাই এই ভাইরাল স্ট্রেনের সংক্রমণ থামাতে খুব দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ করতে হবে। মেনে চলতে হবে সামাজিক দূরত্ব বিধি। মাস্ক পরার ক্ষেত্রেও অনীহা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

দ্বিতীয় ওয়েভে বিশ্বজুড়ে ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট প্রাণঘাতী হয়ে উঠলেও ওমিক্রনের ক্ষেত্রে তা হবে না বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। এখনও পর্যন্ত গোটা বিশ্বে ওমিক্রনের বলি একজনই। তিনি ব্রিটেনের নাগরিক। আক্রান্তদের উপসর্গও সামান্য। কিন্তু তার পরেও স্বস্তিতে নেই বিশেষজ্ঞরা। কারণ, করোনার এই নতুন ভ্যারিয়েন্টটি কমপক্ষে ৩০ থেকে ৫০ বার অভিযোজিত হয়েছে। ডেল্টার থেকে তিন গুণ বেশি সংক্রামক ওমিক্রন।

২৫ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম খোঁজ মেলে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের। পোশাকি নাম বি১.১.৫২৯ ভ্যারিয়েন্ট। এই মুহূর্তে বিশ্বের ৯০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও কিন্তু ওমিক্রনম ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। হু-র ধারণা, এখনও পর্যন্ত ওমিক্রন সংক্রমণের যে ছবি সামনে এসেছে, তা বাস্তব চিত্র নয়। প্রকৃত আক্রান্ত আরও বেশি। উল্লেখ্য, ব্রিটেনে ওমিক্রনের দৈনিক সংক্রমণ ১০০০ পার করেছে। সেই তুলনায় ভারতের পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণেই বলা যায়। সবমিলিয়ে গোটা দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ২০০ ছুঁইছুঁই।

ঋণখেলাপির সম্পদ বিক্রি করে ১৩ হাজার কোটি উদ্ধার করছে ব্যাঙ্কগুলি: নির্মলা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স) : ঋণখেলাপিদের সম্পদ বিক্রি করে কয়েক হাজার কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ব্যাঙ্কগুলি। সোমবার এ কথা জানিয়ে লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, নীরব মোদী বা বিজয় মাল্যর মতো ঋণখেলাপিদের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাঙ্কগুলি ১৩১০৯ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে। এক প্রশ্নের উত্তরে সীতারামন জানান, গত সাত বছরে অনাদায়ী ঋণ বাবদ পাঁচ লক্ষ ৪৯ হাজার কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ব্যাঙ্কগুলি। দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে বেশ কিছু ব্যবসায়ী তথা শিল্পপতির। ওই সমস্ত ঋণখেলাপিদের একাংশ আবার বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন। অন্য দিকে মুক্ত অর্থনীতির খোলা হাওয়ায় ব্যাঙ্কের আমানতের উপর সুদ কমছে প্রতি বছরই। এর ফলে দেশের মানুষ বিশেষত আমানতের সুদের উপর নির্ভরশীল অবসরপ্রাপ্ত মানুষজনের উদ্বেগ বেড়েছে। এ নিয়ে জনমানসে অসহায়তার পাশাপাশি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভও রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের ধারণা।

রানিরবাজারে হামলায় আহত সিপিএম কর্মীকে দেখতে হাসপাতালে বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। রানীর বাজারে সিপিআইএমের সভায় হামলার ঘটনায় আহত ভাস্কর দত্তকে দেখতে সোমবার জিবি হাসপাতালে যান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। জিপি হাসপাতালে গিয়ে তিনি আহত ভাস্কর দাঁতের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।জিবি হাসপাতাল সফরকালে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন গতকাল রানির বাজার এর সিপিআইএমের কর্মীরা এক সভায় মিলিত হয়েছিল। ওই সভাতেই শাসকদলের দুষ্কৃতিকারীরা লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। তাতে বেশ কয়েকজন আহত হন।আহতদের মধ্যে ভাস্কর দত্তের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।শাসক দলের দুর্বৃত্তদের এ ধরনের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা মানিক সরকার। তিনি বলেন এই রাজ্যে বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের নিরাপত্তা নেই। বিরোধী দলের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার জন্য চক্রান্তেলিপ্ত হয়েছেশাসক দল।শাসকদল পায়ের তলার মাটি হারিয়ে বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা চালিয়ে নিজেদের ভোট বৈতরণী পার হওয়ার কৌশল নিয়েছেবলেও তিনি অভিযোগ করেন।বিগত চার বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ যে শিক্ষা নিয়েছেন তার যোগ্য জবাব দিতে প্রত্যেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন বলেও বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। উল্লেখ্য গতকাল রানীর বাজারে সিপিএমের সভায় হামলার ঘটনায় ৭জন আহত হয়েছিলেন।আহতদের মধ্যে একজন বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্যরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি করে চলে গেছেন।উল্লেখ্য আগরতলা পৌরনিগম নির্বাচন ও পৌর পরিষদ নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছেশাসকদলের বাহিনী।

রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ সামাজিক সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।। 'মানুষ মানুষের জন্য এই গ্রুপের সদস্যদের উদ্দ্যোগে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে কিছু অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন গ্রুপের সদস্যরা।এই গ্রুপের সদস্যরা দাবি করেন, এলাকার সকল নাগরিক দলমত নির্বিশেষে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সকলে যদি এগিয়ে আসে তাহলে এই গ্রুপের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া লোকদের জন্য কিছু করে যেতে পারবেন,মানুষ মানুষের জন্য এই সংস্থাটি।

জানা যায় এই গ্রুপটা প্রধানত কয়েক জন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দোগে গঠিত হয়েছে ও তারা পথ চলা শুরু করেন।এই গ্রুপটির মূল লক্ষ্য হল নিজেদের দৈনিক খরচা থেকে প্রতি মাসে কিছু অর্থ বাঁচিয়ে , সমাজের বিভিন্ন স্তরের পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানো, যাতে করে তারা এই গ্রুপ টির মাধ্যমে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেন এবং তাদের মানষিক ভাবে ও উৎসাহ প্রধান করতে পারেন।এই গ্রুপের প্রধান কিছু সংখক কলেজ ছাত্র ছাত্রীরা গঠন করেন তারা হলেন.১) জাহিরুল ইসলাম, ২) রুমেনা আক্তার ৩) অর্চিতা চক্রবর্তী ৪) হাসেম মিঞা এবং ৫) ফাহিম আহম্মেদ তারা সকলেই কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রী। বর্তমান সময়েও আমাদের সমাজে অনেক অসহায় গরীব মানুষ রয়েছ,যাদের একটা সাহায্য দরকার,এবং

জানা যায় এই গ্রুপের মূল উদ্দেশ্য হল সমাজে যে ছেলে মেয়ে আছে যারা প্রয়োজনীয় উপকরণ এর অভাবে পড়াশোনা করতে পারে না তাদের মধ্যে(ড্রেস ,খাতা, কলম , বই) প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা যাতে করে তারা সমাজে আর পাঁচ জন এর মত পড়াশুনা করতে পারেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন এবং ভবিষ্যতে তারা ও সমাজের জন্য কিছু ভালো কাজ করতে পারেন,মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন। এবং যদি কোন ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় থাকেন এবং অর্থনৈতিক অভাব অনটনের জন্য চলতে পারে না তাদের সাহায্য করা।

এই গ্রুপটির কর্মাসূচির মধ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকেন।বর্তমান সময় এ আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল গুলিতে কান পাতলেই শোনা যায় রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে হাসপাতালগুলি এর মধ্যে রয়েছে রাজ্যের প্রধান রেফারাল হাসপাতালগুলি রয়েছে সেগুলো এবং সেই দিকটা কে নজর রেখে মানুষ মানুষের জন্য এই গ্রুপের সদস্যরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসেন।('ইমারজেন্সি ব্লাড গ্রুপে'নামে যে গ্রুপে রয়েছে তারা সাধারণত যাদের রক্তের প্রয়োজন তাদেরকে রক্তদান করে থাকেন অথবা রক্তের ব্যবস্থা করে থাকেন) মানুষ মানুষের জন্য এই গ্রুপটি সেই ইমারজেন্সি ব্লাড গ্রুপ গ্রুপটিকে রক্ত সংগ্রহ সাহায্য করে থাকেন যাতে করে রক্তের অভাবে কারো মৃত্যুবরণ করতে না হয় এবং রক্তের জন্য কোন মায়ের কোল খালি না হয়। সাধারণ মানুষের ডাকে সাড়া দেওয়া। কোন অসহায় রোগীর পরিবার যদি টাকার অভাবে রক্তের ব্যবস্থা করতে না পারেন সে ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের জন্য এই গ্রুপটি রোগীর পরিবারের অবস্থা বিচার করে তাদের জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন দাবীতে সোমবার আগরতলায় গণঅবস্থান। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।